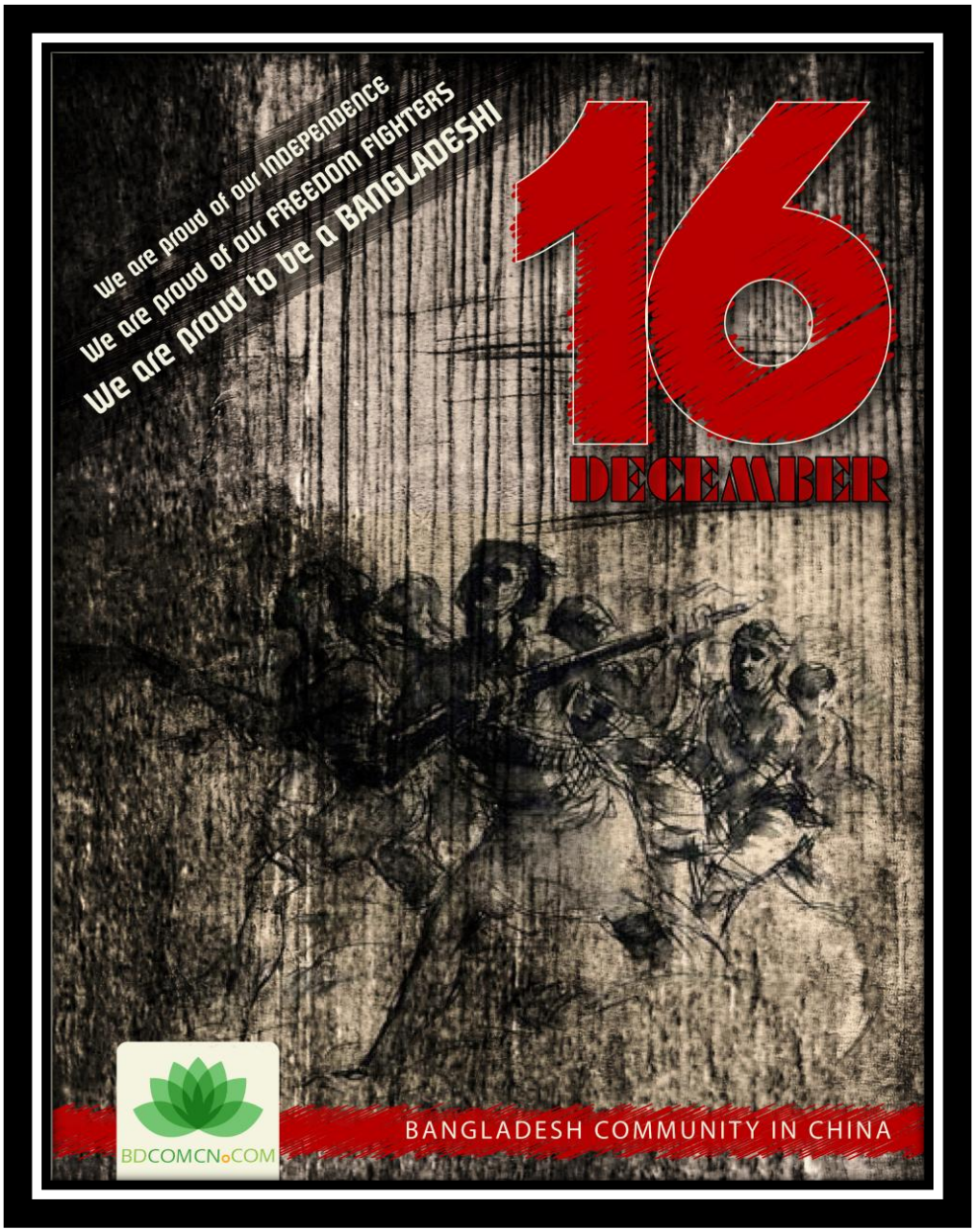

BDCOMCN.COM

3rd Anniversary of

BANGLADESH COMMUNITY IN CHINA

সূচিপত্র

(ছোট গল্প)

ওকে দেখলেই ৫২ আর ৭১ মনে পড়ে	৫
বোবা বাঁশির কান্না	৮
অবলম্বন প্রেম ২	১১
বিদেশ বাড়িতে পয়লা ঈদ	১৮

(কবিতা)

শেখ মুজিবুর রহমান	২২
চাইনা কোথাও যেতে	২৩

(ভ্রমন)

ফাংশানের 'ইউন জু' মন্দিরে একদিন-১	২৫

(ইংরেজী প্রবন্ধ)

A student's-eye view of "Life in China"	২৮
Higher Education in China	৩০

(বাংলা প্রবন্ধ)

মাল	৩৫

(চীনা প্রবন্ধ)

古今北京，今非昔比	88

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
42 GUANG HUA LU, BEIJING-100600
Tel: 0086-10-65322521, 65323706
Fax: 0086-10-65324346

AMBASSADOR

-বাণী-

বিজয়ের ৪০তম বার্ষিকীতে সকল পাঠক এবং চীনে প্রবাসী বাংলাদেশী ভাই বোনকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমরা সবাই জানি যে, যতবড় বিজয়ই হউক না কেন সেখানে এসে আমাদের চাওয়া পাওয়ার সংগ্রাম শেষ হয়ে যায় না। বরং, প্রতিটি বিজয়েই সেই বিজয়কে সংহত করার, তাকে অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নেয়ার এবং নিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের সদা জাগ্রত, সদা প্রস্তুত এবং সদা পরিশ্রমী থাকা প্রয়োজন। আসুন আজকের বিজয় দিবসে আমাদের পূর্বের সমস্ত বিজয়কে অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে এবং প্রতিদিনের নতুন নতুন সংগ্রামে বিজয় অর্জনের প্রতিজ্ঞায় আমরা সবাই সম্মিলিত হই, সবাই একযোগে কাজ করি, সততা ও নিষ্ঠায় নিজেদেরকে বলীয়ান করি। আমাদের এই নিয়ত সংগ্রামে চির দিশারী হয়ে থাকবেন সেই সমস্ত মহান শহীদ ও বীরযোদ্ধা যাদের চরম ত্যাগ ও সাহসিকতার বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই বিজয়, স্বাধীনতার লাল সবুজ পতাকা। তাঁদের জানাই আমাদের হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা। বিজয়ের এই উৎসবে সমগ্র জাতির সাথে একাত্ম হয়ে আসুন আমরাও পরম শ্রদ্ধায় ও সর্বোচ্চ সম্মানে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে। এবং তাঁর কীর্তিমান জীবন থেকে প্রেরণা ও শিক্ষা গ্রহন করে নিজেদেরকে প্রস্তুত করি বর্তমান ও আগামীর সংগ্রামের জন্য।

তারিখ ঃ পেইচিং, ১৬ ডিসেম্বর ২০১১

মুন্সি ফয়েজ আহমদ
রাষ্ট্রদূত

ছোট গল্প

ওকে দেখলেই ৫২ আর ৭১ মনে পড়ে

সুদীপ্ত

ছেংদু, চীন

আলাসিনকে বুকের গভীর থেকে ভালবেসেছি। ও সত্যিকারের মানুষ, যে স্বাধীনতা আর মাতৃভাষার মর্ম বুঝেছে। ও সত্যিকারের মানুষ,যে নিজের মন থেকে যুদ্ধ শুরু করেছে এবং স্বপ্ন দেখেছে, তার সন্তানেরা আর কোনদিন শাসকের হাতে গড়া পুতুল হবে না। আমরা পারিনি। আমরা পারি না। আমরা অনেকেই আলাসিন হতে পারিনি। দিনের মধ্যে ছেলেটাকে যতবার দেখি,ততবার আমার ৫২ আর ৭১ সংখ্যাদুটো মনে আসে। আমি আনমনে আওড়াই মুক্তির পথ।

মালি একটা আফ্রিকান দেশ। কালো মানুষের ঘনবসতি। জীবনযাত্রায় দরিদ্রতা মিশে থাকে। ছেলেমেয়েরা বর্ণবৈষম্য নিয়েই বেড়ে ওঠে পৃথিবীর বুকে। সেখানকার একঘর মুসলিম, আচার পালন করতে জীবন বাজি রাখে। জীবনের কঠিন ফ্রেমে বন্দী করে সব সুখ। সেই পরিবারটির সব থেকে ছোট ছেলে, আলাসিন ৫ ফুট পেরিয়ে ৬ ফুট ছুঁই ছুঁই। মাথার চান্দি ছিলা নামমাত্র একগাছা কোকড়া চুল। সেদিন সেটাও ছেঁটে দিয়েছে বোকা চৈনিক নাপিত। ছেলেটি বাড়িঘরের মায়া কাটিয়ে এতদূর দেশে এসেছে পড়তে। আমার সাথেই পড়ে। একসাথে যাওয়া আসা, অল্প কথায় কিছু উত্তর, কিছু প্রশ্ন। তাও আবার কিছু চাইনিজে, কিছু ইংরেজিতে।

সব সময় দেখেছি ওর শান্ত চেহারায় ভয়ের ছাপ। হাটাচলায় কিসের যেন একটা কুণ্ঠা। কখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি। নামায, মুসলিম ক্যান্টিনের খাবার, আর একটা পাঞ্জাবী গায়ে ওর সরল চলাফেরা আমাকে বলে দিত, ওর কষ্টটা আসলে অন্য জায়গায়। করেও সফল হইনি।

এখানে বলে নেয়া ভাল, ও আমার সহপাঠী। দুজনে একসাথে চাইনিজ শিখেছি। প্রথম পরিচয় সাংহাইতে। দুজনেই চাইনিজ সরকারের বৃত্তি পাই এবং সাংহাই থংচি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর ভাষা শিখতে হয়েছে আমাদের।

www.bdcomcn.com

ওকে দেখলেই ৫২ আর ৭১ মনে পড়ে

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, একসাথে বেরিয়েছি। হাটতে হাটতে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার চাইনিজ বুঝতে সমস্যা হয় বলে একজন ফ্রেঞ্চ জানা শিক্ষিকা দেয়া হল। কিন্তু তুমি পড়াশোনা করছ না, এমনকি ফ্রেঞ্চ ও বলছ না, কেন?

আলাসিন যা বলল, তা শুনে আমার মনে হল ওর মত দেশপ্রেমিক হয়তো আমি চোখে দেখিনি। নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র আমার এক আদর্শ, সূর্যসেন ছোটবেলার নায়ক, ৫২ তে দেখা সকল যোদ্ধা, ৭১ এর সকল শহীদ, আরও কত দেশপ্রেমিক। কিন্তু আলাসিন একেবারেই অন্যরকম। ওর সেদিনের ছোট্ট কথাগুলোর হুবহু বাংলা করলে এমনটি দাড়ায়-

"মালি একসময়ের ফরাসী উপনিবেশ। ফরাসীরা মালির সার্বভৌমত্ব নিয়ে যে খেলাটা খেলেছে তা কারও অজানা নয়। বদলে দিয়েছে শিকড়ের সব গন্ধ। সমাজ থেকে শুরু করে আত্মপরিচয়। সব বদলে গেছে উপনিবেশবাদের করালগ্রাসে। সে সব কালো দিনে আমার জন্ম হয়নি। লোকে বলে আমার মাতৃভাষা ফ্রেঞ্চ। আমি চুপ করে শুনি। কিন্তু কিছু বলি না। আমি জানি, আমার মাতৃভাষা ফ্রেঞ্চ না। আমি মনেপ্রাণে যে জাতিকে ঘৃণা করে এসেছি জন্মের পর থেকে, যাদের জন্যে আমার মাতৃভূমি পরাধীনতার কবলে, তাদের ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের উপর। আমার দেশের আর সবাই কত আনন্দে ফ্রেঞ্চ বলে। কিন্তু আমি বলতে গেলে কেমন জানি বিবেক নাড়া দেয়। আমি পারি না। দেশে থাকলে ওটা বাঁচার তাগিদে বলতে হতো। কিন্তু এখন আমি সেই খোলস মুক্ত। আমি আর কোনদিন ঐ ভাষায় কথা বলতে চাই না। আর কোনদিন শুনতে চাই না আমার মাতৃভাষা একটা ঔপনিবেশিক শিকড়। আমি আজীবন চেষ্টা করে যাব, যেন এই ভাষার শাসন থেকে মুক্তি পাই।"

পরে জেনেছি আলাসিনের একটা নামীদামী স্কলারশিপ হয়েছিল ফ্রাঞ্চে। সানন্দে অগ্রাহ্য করে চলে এসেছে। আমি ভাবি, আলাসিনের মত একটা অল্পবয়সী ছেলের দেশপ্রেম যদি এই হয়, আমাদের দেশের নামকরা ব্যারিস্টার, রাজনীতিবিদ, একসময়ের মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা, কিংবা মেধাবী ছাত্ররা, আজও কেন বাংলাকে মায়ের ভাষা, আর বাংলাদেশকে মাতৃভূমি হিসাবে মেনে নেয় না !!!!!

www.bdcomcn.com

ওকে দেখলেই ৫২ আর ৭১ মনে পড়ে

আলাসিনকে বুকের গভীর থেকে ভালবেসেছি। ও সত্যিকারের মানুষ , যে স্বাধীনতা আর মাতৃভাষার মর্ম বুঝেছে। ও সত্যিকারের মানুষ,যে নিজের মন থেকে যুদ্ধ শুরু করেছে এবং স্বপ্ন দেখেছে, তার সন্তানেরা আর কোনদিন শাসকের হাতে গড়া পুতুল হবে না। আমরা পারিনি। আমরা পারি না। আমরা অনেকেই আলাসিন হতে পারিনি। দিনের মধ্যে ছেলেটাকে যতবার দেখি , ততবার আমার ৫২ আর ৭১ সংখ্যাদুটো মনে আসে। আমি আনমনে আওড়াই মুক্তির পথ।

----------o----------

www.bdcomcn.com

বোবা বাঁশির কান্না

ফয়সাল বারী

জিয়াংসু, চীন

মাফলার দিয়ে গলা মুখ ঢেকে ক্লাশের দিকে যাচ্ছি। বাতাসের প্রবল ঝাঁপটা আমার গরম কাপড় ভেদ করে হাড় পর্যন্ত গিয়ে ঠেকছে, আর দাতেঁ দাতঁ লেগে সৃষ্টি হচ্ছে শৈত্য সঙ্গীত। ক্লাসে পৌছাতে পৌছাতে ১০ মিনিট লেট। আমার শীতে নাযেহাল হওয়া অবস্থা দেখে ফিনল্যন্ডের মেয়েটা মিটি মিটি হাসে। আমি মনে মনে বলি ওরে সাদা ভাল্লুক তুই কী করে বুঝবি আমার কষ্ট, তুই তো থাকিস বরফের আড়ৎ-এ।

সকালের ঘুমের মত এত আরামের ঘুম স্বর্গেও আছে কিনা তা আমার জানা নেই। বরং সকালের ঘুমকেই আমার স্বর্গীয় মনে হয়। সেই স্বর্গীয় ঘুমে হঠাৎ দোযখের আলামত টের পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেল আমার বেরসিক মোবাইল ফোন কর্কশ গলায় জানান দিচ্ছে- “ঘুম থেকে ওঠো ক্লাসে যাওয়ার সময় হয়েছে” । মোবাইল ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখি ৮:২০, কিন্তু আমি তো এ্যলার্ম সেট করেছিলাম ৮:০০! বুঝতে আর বাকী রইল না এই ক্ষুদ্র যন্ত্র তার ভোকাল কর্ডের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করেও আমার মত গণ্ডারের ঘুম ভাঙ্গাতে পারেনি। রবার্ট ব্রুসের ন্যায় নিরাশ না হয়ে সে তৃতীয় দফায় চিৎকার করে আমার স্বর্গীয় ঘুম ভাঙ্গাতে সমর্থ হল। তড়িঘড়ি করে হাত মুখ ধুয়ে গায়ে গরম কাপড় চাপিয়ে, দৌড়ে নামলাম ছয় তলা থেকে। নেমেই টের পেলাম আজ কপালে কী আছে, একে তো শীত তার উপর প্রচণ্ড বাতাস। ডরমিটরির গেটে টানানো আবহাওয়ার রিপোর্টে চোখ বুলাতেই দেখি আজ সর্বনিম্ন ২ আর স্বর্বোচ্চ ৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই শীতে কম্বল মুড়ী দিয়ে ঘুমানোর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু বেরসিক প্রফেসর গুলোর কারনে তা আর হয়ে ওঠে না। ঠিক ক্লাসে যেয়ে দেখব আমরা পৌঁছানোর আগেই প্রফেসর হাতে একটি গরম পানির ফ্লাক্স নিয়ে বসে আছে। জাগতিক কোন সুখ-দুঃখ কি এদের স্পর্শ করে না? এদের ঈশ্বর ভাল বলতে পারবেন।

মাফলার দিয়ে গলা মুখ ঢেকে ক্লাসের দিকে যাচ্ছি। বাতাসের প্রবল ঝাঁপটা আমার গরম কাপড় ভেদ করে হাড় পর্যন্ত গিয়ে ঠেকছে, আর দাতে দাঁত লেগে সৃষ্টি হচ্ছে শৈত্য সঙ্গীত। ক্লাসে পৌছাতে পৌছাতে ১০ মিনিট লেট। আমার শীতে নাজেহাল হওয়া অবস্থা দেখে ফিনল্যান্ডের মেয়েটা মিটি মিটি হাসে। আমি মনে মনে বলি ওরে সাদা ভাল্লুক তুই কী করে বুঝবি আমার কষ্ট, তুই তো থাকিস বরফের আড়ৎ-এ।

www.bdcomcn.com

বোবা বাঁশির কান্না

ক্লাস শেষ হলো ১১ টায়। সকালের নাস্তা হয়নি, ক্যান্টিনে যেয়ে খাওয়া যায়। কিন্তু সকাল বেলা-ই বাংলার পেট চৈনিক খাবারের স্বাদ নিতে রাজী নয়। দেশে থাকা অবস্থায় চৈনিক খাবারের প্রতি যে প্রীতি ছিল তা চৈনিক নগরীতে আসার পর তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

রুমে আসার পর দেখি আমার শস্য ভাণ্ডারের মজুদ ফুরিয়ে এসেছে, উনুন জ্বালানো সম্ভব নয়। অগত্যা কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে বাজার মুখে রওনা হলাম। শীতের সাথে প্রচণ্ড বাতাস যা শরীরকে স্থবির করে দিতে চায়। কিন্তু জিহ্বার কাছে শরীরের পরাজয় দেখে মনে মনে বলি- হায়রে বাঙ্গালী সারা জীবন জিহ্বার দাসত্বই করলি। আমার ডরমিটরির থেকে বাজার খুব বেশি দূরে নয়, মাত্র ৫-৭ মিনিটের পথ।

বাজারে ঢুকেই তড়িঘড়ি করে আলু, কপি, পিয়াজ, মরিচ, টমেটো আর শসার মতো দেখতে লাউ কিনে ফেললাম, মুরগী কিনলাম ১৮ পিছ। পাঠক দয়া করে চোখ কপালে তুলবেন না। এখানকার লোকজন শ্রেণীকরণে বিশ্বাসী। তাই তারা আস্ত মুরগী বিক্রি না করে - ডানা, মাথা, রান এর সবগুলোই আলাদা আলাদা করে বিক্রি করে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি অঙ্গের ঠাঁই হয় তার সমগোত্রে। মুরগী কেনা শেষ করে দেখি বাজার করা মোটামুটি শেষ। এখানে বাজার করলে এই এক যন্ত্রণা, পকেটে প্রচুর ধাতব মুদ্রার আগমন ঘটে। ভাগ্যিস এদের রাস্তা আবুল বানায়নি। তাহলে হয়ত গন্তব্যে পৌঁছে দেখা যেত পকেটের অর্ধেক পয়সা রাস্তায় বিসর্জন দিয়ে এসেছি। পকেটে পয়সা থাকলেও আরেক যন্ত্রণা, সে তার অস্তিত্ব জানান দেয় সমসময়।

বাজারের গেট থেকে বাইরে বেরুতেই একটি করুন সুর আমার কানে ভেসে আসল। সুরটি এতই করুন যে বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। আমার কাছে মনে হচ্ছিল কেউ একজন হয়তো সুর দিয়ে কান্না করছিল। যতই সামনে এগুতে থাকি কান্নার শব্দ ততোই তীরের মত এসে বুকে বিঁধতে লাগলো। মেইন রাস্তা পার হলেই আমার ক্যাম্পাসে ঢোকার গেট। সিগন্যালের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি আর মনে মনে সুরের উৎস খোঁজার চেষ্টা করছি। হঠাৎ সুরের উৎস খুঁজে পেলাম। দেখি ফুটপাতের এক কোনায় বসে এক বৃদ্ধ লোক বাঁশি বাজাচ্ছে যার দুটো পা-ই কাটা। এই প্রচণ্ড শীতের মাঝে রাস্তায় বসে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে শুধু দুটো পয়সার জন্য। লোকটার গায়ে যদিও বেশ কয়েকটা গরম কাপড় ছিল কিন্তু শীতের তীব্রতার কাছে তারা হার মেনে যাচ্ছিল।

www.bdcomcn.com

বোবা বাঁশির কান্না

সামনে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে থালাতে ফেলতেই, লোকটি বাঁশির শব্দ থামিয়ে এমন ভাবে "শিয়ে শিয়ে" (চীনা ভাষায় ধন্যবাদ) বলে উঠলো যেন করুন সুরের সাথে কৃতজ্ঞতার ঢেকুর বেড়িয়ে আসলো। আর ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল আমার দেশের সেই সকল মানুষের কথা, যাদের এই প্রচণ্ড শীতেও একটি পাতলা কাপড় ছাড়া আর কিছুই থাকে না গায়ে দেবার মত, আবার কারো কারো বেলায় তাও থাকে না। আমার বাড়ি উত্তরবঙ্গে, ওখানকার শীত সম্পর্কে আশা করি সবারই ধারনা আছে। আমি তখন ক্লাস ফাইভ কি সিক্সে পড়ি, গ্রামের বাড়ী যেয়ে দেখি আমার বয়সী ছেলেরা সুপার ম্যানের মত গলায় তপন (সিরাজগঞ্জে লুঙ্গির আঞ্চলিক শব্দ) বেঁধে ঘুরাফেরা করছে। ছোট বেলায় ও দেখে খুব মজা পেলেও এখন তা মনে আসতেই চোখের কোণায় শিশির বিন্দু জমে উঠে। কারন তপন তারাই বাঁধতো যাদের ওই লুঙ্গিটাই শীতের একমাত্র অবলম্বন, যা দিয়ে শুধু পিঠের অংশটুকুই ঢাকা যায়। বাংলাদেশে এমন হাজার হাজার লোক আমরা প্রতিদিনই দেখি। যাদের গায়ে শীতের কাপড়তো দুরের কথা একটি পাতলা আবরণও নেই। এসব দেখতে দেখতে আমরা এখন অভ্যস্ত। তাদের দেখে আমাদের বিবেক আর জাগ্রত হয় না, অনুভূতিও নাড়া দিয়ে ওঠে না। আমাদের ভাবটা এমন, যেন এই ই নিয়ম, এটাই তাদের নিয়তি। শীত চলে এসেছে, আমরা সবাই শীতের কাপড়ের মজুত বাড়াতে ব্যস্ত। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছি আমার দেশের সেই সকল হতভাগাদের কথা যাদের এই শীত কাটাতে হবে রেল-ষ্টেশনে, বাস টার্মিনালে, ফুটপাতে কিংবা পার্কের বেঞ্চিতে অথবা আমাদের দৃষ্টি পৌছায় না এমন কোন জায়গায়।

এই হতভাগাদের দেখার মত কেউ নেই, ভাগ্যও এদের দিকে মুখ ফিরে তাকায় না।

আমরা কি পারি না তাদের জন্য কিছু করতে! আমরা কি পারি না তাদের জন্য আমাদের সহানুভূতির হাতটা একটু বাড়িয়ে দিতে!

----------o----------

www.bdcomcn.com

অবলম্বন প্রেম ২

মোশতাক শাকিল আহমেদ

আনিসের সাথে রিয়ার বয়সের পার্থক্য বছর আটেক, এর জন্য মাঝে মাঝে রিয়ার খোটা শুনতে হয় কিন্তু বেশীর ভাগই ঠাট্টার ছলে। রিয়া বার দুয়েক শক্ত প্রেমে অনেক কষ্ট পেয়ে শেষ পর্যন্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'ধীরে চল' পথ নিয়েছে। অনেক আনন্দের মেয়ে, লম্বা ছিপছিপে গঠন, আসলে শুধু ছিপছিপে গঠন বললে কম বলা হবে, রিয়ার স্লিম ভাবটা একেবারে আনুপাতিক, মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

(১)

আজ শনিবার, ভেবেছিল বেলা করে ঘুমাবে কিন্তু সকাল সকাল ঘুম ভেঙ্গে গেল আনিসের। সপ্তাহের দিনগুলিতে ঘুম থেকে উঠেই তাড়াহুড়ো লেগে যায় অফিসে যাবার প্রস্তুতির জন্য। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটের যে অফিসে আনিস গত তিন বছর আগে শুরু করেছে সেখানে প্রতিদিন সকালের ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে পৌছুতে এক ঘন্টারও বেশি সময় লাগে। অনেকবার ভেবেছে সোলবুরির এই বাসা ছেড়ে দিয়ে অফিসের কাছাকাছি কোথাও বাসা নিয়ে নিবে কিন্তু এই করি করি করে আর করা হয়নি।

শনিবারের সকালের দুই ভিন্নতা আনিসের ভালো লাগে, যেদিন ঘুম থেকে আগে উঠে যায়, সেদিন অনেকক্ষণ আলগা হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা, অনেকটা অলস-ভাবে, এটা ওটা নিয়ে ভাবা, আধো ঘুম আধো জেগে থাকা, কোন নভেল বা পত্রিকা হাতের কাছে নিয়ে চোখ বোলানো। আর ভাল লাগে বাধাহীন সময়ক্ষেপণ। এমনিতেই শনিবার দুপুর পর্যন্ত কখনোই কোন প্ল্যান রাখে না, সম্ভব হলে রিয়াকেও শুক্রবার রাতে ওর ফ্ল্যাটে থাকার ব্যাপারে অতি কৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। শনিবারটা আনিস শুধু নিজের জন্য রাখতে চায়।

রিয়ানার সাথে আনিসের সম্পর্ক প্রায় দুবছরের মত। রিয়ার মা-বাবা বাংলাদেশী আর রিয়ার জন্ম ব্রেমিংটনে, বাংলাদেশে কোনদিন যায়নি সে, বাংলাও বলতে, পড়তে বা লিখতে পারে না - যেটা একটু অবাক করা ব্যাপার, কারন এখানকার বেশিরভাগ বাংলাদেশী মা-বাবা নিজের সন্তানদের বাংলাটা শেখায়। রিয়ার মা-বাবার সম্ভবত নিজেদের জন্মভূমি আর মাতৃভাষা নিয়ে অন্য ধরনের দর্শন ছিল।

www.bdcomcn.com

অবলম্বন প্রেম ২

আনিসের সাথে রিয়ার বয়সের পার্থক্য বছর আটেক, এর জন্য মাঝে মাঝে রিয়ার খোটা শুনতে হয় কিন্তু বেশীর ভাগই ঠাট্টার ছলে। রিয়া বার দুয়েক শক্ত প্রেমে অনেক কষ্ট পেয়ে শেষ পর্যন্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'ধীরে চল' পথ নিয়েছে। অনেক আনন্দের মেয়ে, লম্বা ছিপছিপে গঠন, আসলে শুধু ছিপছিপে গঠন বললে কম বলা হবে, রিয়ার স্লিম ভাবটা একেবারে আনুপাতিক, মাথা থেকে পা পর্যন্ত। ছোট সুন্দর মুখে অদ্ভুত সুন্দর দুই চোখ, সোজা নাক আর চিকন ঠোট, সাদা ধবধবে দাঁতের হাসি-সবকিছু মিলিয়ে অনেক পুরুষের স্বপ্নমেয়ে বললে ভুল বলা হবে না। বিছানায় রিয়ার শৈল্পিক রূপ আর রসায়ন, সম্পর্কের প্রথম দিকে আনিস রিয়ার সান্নিধ্য পাবার জন্য উতলা হয়ে সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করত, অথচ সেই আনিস এক বছরের মাথায় গতকাল কাজের চাপের কথা বলে রিয়া যাতে রাতে না আসে, সেই ব্যবস্থা করেছে। একটু অপরাধ-বোধে ভোগে, দুপুরের পর রিয়াকে ফোন করতে হবে- ভাবে আনিস এখন আপাতত কফির দরকার, কফি বানাতে উঠে পড়ে দ্রুত।

(২)

অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয় সৈকতকে, তিন বছর আগে ইরিনা জন্মাবার পর থেকে শনি-রবিবার গুলোর থেকে সপ্তাহের দিনগুলো অনেক বেশি সহজ, সকালে উঠে তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়তে পারলেই রক্ষা, বিভা বাকিটুকু সামলে নিতে পারে। কিন্তু উইকেন্ডে সে অবস্থা থাকে না, অবশ্য সেটা নিয়ে সৈকতের কোন হা-হুতাস নেই, নিজের মেয়েকে একটু সময় দিতে পারাটা অনেক আনন্দের। ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকার শিকাগোতে চলে আসার পর এখন পর্যন্ত কোথাও ছুটি কাটাতে যাওয়া হয়নি, ফলে জীবন হয়ে উঠেছে একঘেয়ে আর বিরক্তিকর। জীবনের এই যান্ত্রিকতার জন্যই হয়ত পশ্চিমা দেশগুলির মানুষদের এত ভেকেশন ভেকেশন নিয়ে লাফালাফি করতে হয়। ইরিনা খুব দ্রুত বাংলা শিখে ফেলছে, প্রায় পুরো বাক্য বলে ফেলতে পারে, সম্ভবত মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে দ্রুত ভাষা শিখতে পারে

- আব্বু এখন ঘুম ওঠার সময়
- হা মামনি আমি উঠে পরেছি, তোমার আম্মু কোথায়
- মা খাবার

www.bdcomcn.com

অবলম্বন প্রেম ২

ইরিনা বাবার চুল টানে, উঠে পরে সৈকত, মেয়েকে কোলে নিয়ে বসার ঘরে আসে, রান্না ঘরে উঁকি মেরে থেকে কঠিন মুখে নাস্তা বানাচ্ছে বিভা

- গুড মর্নিং বিভা
- হুম ..
- কি ব্যাপার, দিনের শুরুতে মুড অফ মনে হচ্ছে?
- তোমার মেয়ে সেই সকাল থেকে জ্বালাচ্ছে, ঠিকমতো ঘুমাতেও দিলো না। আমি তো আর তোমার মত বেলা করে নাক ডেকে ঘুমাতে পারি না

মনে মনে চরম বিরক্ত হয় সৈকত, সারাদিন বাচ্চার দুষ্টামি নিয়ে অনুযোগ করা ছাড়া আর নতুন কোনো কথা নেই ইদানীং। প্রায় প্রতি শনিবার শুরু হয় এভাবে। হিউমান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট-এ চাকুরী, সারা সপ্তাহ যায় কর্পোরেট পলিটিক্স নিয়ে- কোথায় সপ্তাহান্ত কাটাবে বউ বাচ্চা নিয়ে নিরিবিলি, সেটাও হবার জো নেই এর প্যান্প্যানিতে।

-বাদ দাও নাস্তা, চলো ব্রাঞ্চ করি গিয়ে। আজ সিজলার-এ গিয়ে মেক্সিকান কেমন আইডিয়া?

-রাতে যাই? এখন নাস্তার পর তুমি বরং ইরিনাকে নিয়ে বেরিয়ে এসো, সেই ফাঁকে আমি একটু ঘুমিয়ে নেই

-কেন, রাতে স্বামীকে নিয়ে কোন প্ল্যান আছে?

-আর ঢং করতে হবে না নতুন বিবাহিতের মত

ভিতরে ভিতরে একটু দমে যায় বিভা, স্বামীর সাথে ওই বিশেষ ব্যাপারটার কথা মনে হলেই আনিসের চিন্তা চলে আসে। এখন পর্যন্ত বিভা আনিসের প্রতি ওর কিরকম অনুভুতি সেটা বুঝতে পারেনি। নিজেকে বুঝতে না পারাটা খুব কষ্টের। বিভা বোঝেনা কিভাবে তার সমবয়সী মেয়েরা – বিবাহিত আর অবিবাহিত হোক, একটার পর একটা বয়ফ্রেন্ড বানিয়ে চলেছে, একজনের পর আরেকজনের সাথে থাকছে, শুচ্ছে- আপাত কোন রকম সমস্যা ছাড়া। অথচ সারা জীবনে সে একবারই কোনো কারণে অনিসের সাথে সময় কাটিয়ে আনিসকে কি রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী বানিয়ে ফেলল চিরতরে?

www.bdcomcn.com

অবলম্বন প্রেম ২

মাঝে মাঝে মনে হয় এর থেকে বেরিয়ে আসতে, মনে হয় আরেকটা নিষিদ্ধ সম্পর্ক করা প্রয়োজন, তাহলেই হয়ত আনিসের চিন্তা থেকে মুক্তি মিলবে কিন্তু সাহসে কুলায় না। এই ত্রিশের উপর পার করা বয়সে হঠকারিতা ভাল্লাগে না। সত্যি সত্যি কারোর প্রেমে পরলে হতো অন্যকথা, সেই আদিখ্যেতাও আর নেই বিশেষ করে মা হবার পর।

মা হবার সময় কি কম কষ্ট আর টেনশন গেল? আনিসের সাথে সেই রাতের পাগল করা মিলনের কিছুদিনের পরেই বিভা প্রেগন্যান্ট হলো। বিভা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, ক্রমাগত মনে করার চেষ্টা করেছিলো, হিসাব করার চেষ্টা করেছিলো কিছুতেই হিসাব মিলছিল না।

তারপর একদিন ঘুমাতে যাবার সময় খট করে মনে পরেছিল যে অনিসের ওখান থেকে ফেরার পর সেই কিছুদিনের মাঝে শুধু একবার স্বামীর সাথে মিলন হয়েছে আধো ঘুমের ভেতর। ভরসা পেয়েছিল তাতেই, হালে পানি পেয়েছিলো বিভা। তারপরও এখনো কখনো কখনো গভীরভাবে মেয়েকে পর্যবেক্ষণ করে, কোথায় কোথায় ইরিনার সাথে সৈকতের মিল আছে সেটা খুঁজে অশান্ত মনকে শান্ত করে।

www.bdcomcn.com

আনিসের কথা ভাবে বিভা, বেশ কিছুদিন যোগাযোগ নেই, না থাকাই হয়তো ভালো তবে সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, আজকাল এত যোগাযোগের মাধ্যম তৈরি হয়ে গেছে যে চেষ্টা করলেও যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব না। ফোন মোবাইল ছাড়াও আনিসের মেসেঞ্জার আছে, ফেসবুক একাউন্ট আছে যেমন বিভার আছে। অনেকবার বিভা ব্লক করেছে, আবার নিজেই ব্লক তুলে নিয়েছে, সেই চক্র চলছে গত তিন বছর ধরে।

(৩)

ইরিনাকে নিয়ে বাচ্চাদের ফানল্যান্ডে আসে সৈকত দুপুরে। আমেরিকার এশিয়ান ইমিগ্রান্টদের বেবি বুম যে হয়েছে তা এখানে আসলে বোঝা যায়। সেখানে আরেক বাংলাদেশি অনিকের সাথে দেখা। অনিকদের বয়স সৈকত-বিভাদের মতোই, পার্থক্য তবে এরই মাঝে তিন বাচ্চার বাবা-মা হয়েছে তারা। সবসময় হাসিখুশি অনিককে দেখলে সৈকত বেশ অবাক হয়, কিভাবে ম্যনেজ করে সংসার? বরাবরের মত অনিক অমায়িক হাসি দিয়ে এগিয়ে আসে

-অনেকদিন দেখা নেই সৈকত ভাই, কেমন ছিলেন?

- ভাল অনিক ভাই, কেমন আছেন, ভাবি এসেছে?

- না, ও তো আমাদের নামিয়ে দিয়ে গ্রোসারী কিনতে গেল। আপনার খবর কি, দেশের খবর ফলো করেছেন?

- হ্যাঁ, এই তথ্যের যুগে খবর না চাইলেও খবর এসে যায়, আপনার ভাবির তো বাংলাদেশী সব চ্যানেল সারাদিন চালিয়ে রাখার অভ্যাস

-আমাদের বাসাতেও সেই একই অবস্থা কাল অবশ্য দেশের বাসায় ফোনে কথা হলো, সমস্যার অন্ত নেই, এখন ইলেকট্রিক সমস্যা, গ্যাস সমস্যা, পানি সমস্যা – কয়টা বলবো

-হবে না কিছুই ভাই, এভাবেই আমাদের দেশ চলবে আশা আর নিরাশার দোলাচলে

- এখন শুনছি দুই আহমদের (ফখরুদ্দিন এবং মইন ইউ) বিচার করা হবে

www.bdcomcn.com

অবলম্বন প্রেম ২

- বিচার করতে করতে তো বেলা গেল, আসল কাজ তো কিছুই হচ্ছে না। বিচার করা যেমন দরকার, বর্তমানের কাজও তো করতে হবে। আর আমাদের অপরিপক্ক মিডিয়াগুলি তো এসব ছাড়া প্রধান সংবাদ করছে না

- আমাদের দেশ চালানো হলো পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতি-সম্পন্ন বিশাল একটা সংস্থা চালানোর মতো যার বেশিরভাগ কর্মচারীরাই দুর্নীতিপরায়ণ। তাই শুধু দুই উপায় আছে, প্রথমটা হলো মাথা থেকে পরিষ্কার- তার মানে হলো এমন এক রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজন যার থাকবে চলন্ত উড়োজাহাজ মেরামত করার মত সামর্থ্য। আর দ্বিতীয় উপায় হলো তৃণমূল থেকে সরকার গঠন করা, তবে আমাদের শিক্ষার যে অভাব আর তৃণমূল যে ভয়াবহভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এই পথ সম্ভব না আমাদের প্রেক্ষাপটে

- সেটাতো মানলাম থিওরি হিসাবে। বাস্তবে তো অবস্থা আরও কাহিল। বালি দিয়ে ফাউন্ডেশন করে তো আর বড় দালান বানানো সম্ভব না, আমাদের দেশের ফাউন্ডেশন তো সুন্দরবনের মতো

- হা. হা মন্দ বলেননি, আচ্ছা আজ ডিনারে চলে আসেন ভাবিকে নিয়ে প্লিজ, অনেক আলাপ হবে

-আচ্ছা দেখি ওর সাথে কথা বলে, বিকেলে ফোন দিয়ে জানাবো যদি আসতে পারি

ইরিনাকে নিয়ে বের হয় সৈকত, বাসার দিকে যাবে। বাসায় যেতে ইচ্ছা করে না, বিভার সাথে দেখাই করতে ইচ্ছা করে না সত্যি বলতে। ত্যক্ত বিরক্ত দাম্পত্য জীবন যাকে বলে, সম্পূর্ণ সুতার উপর ঝুলছে সেটা। যদি কোনদিন ট্রেনে দেখা মেয়েটার মত কারোর সাথে দেখা হয়ে দুইজন ঝুলে যায়, বিভার সুতা কি তখন টিকবে? দূর থেকে দেখতে পায় নেহা ভাবি অনিকের সাথে মিনি ভ্যানে উঠছে, দুইজনে কি উজ্জ্বল, হাসি তামাসায়- দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সৈকত, শেষবার কবে বিভার সাথে প্রাণ খুলে হেসেছিল মনে করতে পারে না।

www.bdcomcn.com

(৪)

-হ্যালো প্রিয়তমা রিয়ানা, ঘুম ভেঙ্গেছে?

- না এখনো ঘুমাই, তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি জানো

- তাই, কি দেখলে?

- দেখলাম আমরা বিয়ে করছি, একটা খুব খুব পুরানো জ্যাজ ক্লাবে আমাদের বিয়ে হচ্ছে, অনেক হৈ-হল্লা, কিন্তু সমস্যা হয়ে গেল বাদককে নিয়ে, তারা আসলোই না

- হু, বিয়েটা কি তাহলে হয়েছিল?

- তা জানি না। আচ্ছা তোমাকে একটা প্রশ্নও করি, তোমার কখনো মনে হয় আমাদের পরের স্টেপ নিয়ে, আমাদের বয়স তো আর থেমে নেই। আমার সম্পর্কে তোমার নতুন কিছু জানারও নেই বোঝারও নেই। শারীরিক আর মানসিক সবকিছুই তো ওপেন আমাদের মাঝে, এখন আমরা যেমন আছি আর ছয় মাস পরের পার্থক্য আমাকে বোঝাতে পারবে?

আনিস এই প্রশ্নের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। একবার বলতে চাইলো ছয়মাস পরে আমাদের সম্পর্ক নাও থাকতে পারে, কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো। ঠিক এই মুহূর্তে কেন যেন বিভার কথা মনে পরে গেল, সাথে সেই উন্মাতাল রাতের কথা। বিভাকে তখন মনে হয়েছিল অপার্থিব কেউ, বিভা চলে যাবার পর কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে আনিসের, সেটা ঠিক কি ধরতে পারছে না। অনেকের মাঝে সে বিভাকে খুঁজেছে। আনিসের তো এখন আর বিশের ঘরে বয়েস নেই, আবেগ অনেক সংযত। ও ভালোভাবেই জানে বিভাকে পরিপূর্ণভাবে সবসময়ের জন্য না পাবার কারণেই হয়ত এই অসম্পূর্ণতা, অতৃপ্তি। আর যখন চিন্তায় আসে যে বিভা অন্য একজনের সাথে একই ছাদের নিচে থাকে তখন এই অতৃপ্তি আর অসম্পূর্ণতা এত বেড়ে যায় যে রিয়ানা সেটা পূরণ নাও করতে পারে।

----------o----------

www.bdcomcn.com

বিদেশ বাড়িতে পয়লা ঈদ

প্রকৌশলী আতিক

উশি, চীন

ঘুমটা অনেক সকালেই ভাঙল। গোসল করে, হালকা নাস্তা করে, একটা শেরওয়ানি গায়ে চাপিয়ে, রওনা দিলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তবুও জ্যাকেট গায়ে দিইনি। আরও ছিলাম ই-বাইকের পিছনে। কাঁপতে কাঁপতে আধমরা অবস্থা। কিন্তু ঈদগাহ ময়দানে গিয়ে চাঙ্গা হয়ে গেলাম, দেখি সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভুল বুঝার কোনো অবকাশ নেই, ওরা আমার পোশাক দেখছিল, ভাবটা এমন যে এইটা কি জিনিশ?

মনে পড়ে সময়টা ১৯৯৭, আমরা সবাই ট্রেনে করে ঢাকা যাচ্ছি রংপুর থেকে। চার সিটে আমরা চার জন। ছোটবেলায় বেশিরভাগ ঈদ গুলোই নানা বাড়িতে গিয়ে করতাম। এখন অবশ্য মনে নেই ঠিক কত সময় লাগত তখন, কিন্তু সত্যি ওটা খুব আনন্দদায়ক ছিল। বিশেষ করে ফেরি পারাপার এর সময়টা। আমি আব্বুর সাথে স্টিমারের ক্যান্টিনে গিয়ে খেতাম। প্রচণ্ড ক্ষুধায় ডাল-ভাত সাথে এক পিছ ইলাস্টিক টাইপ খাসির মাংস, কি যে অসাধারণ লাগত বলে বোঝানো যাবেনা।

এর পরে আর ঈদকে কেন্দ্র করে নানা বাড়িতে যাওয়া হয়নি। রংপুরে আমার ঈদ ছিল বিটিভি কেন্দ্রিক। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টিভি দেখে আর বারে বারে খাওয়ার পরে যখন ক্লান্ত হয়ে যেতাম, তখন বন্ধুদেরকে কল করতাম। হয়ত চার পাঁচ জন মিলে কোনো এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে কিছুক্ষণ আড্ডা, তারপর কোনো পার্কের ধারে চটপটি বা ফুসকা, অবশেষে বাড়ি। বাসায় ফিরে ইত্যাদি অথবা ঈদের নাটক দেখে ঘুমিয়ে পড়া, এই হলো ঈদের দিন।

গত ২৯ আগস্ট ২০১১ রাতে আমার ফ্লাইট ছিল। সকালের কুয়াশা তখনও কাটেনি, আমি তখন বেইজিং এয়ারপোর্টে। মাঝে কুনমিং এ ঘণ্টা খানেক বিরতি ছিল, কিন্তু কুনমিং এয়ারপোর্ট এত বিজি যে কোন দিক দিয়ে সময় পার হয়ে গেল বলতেই পারবনা।

আমরা মনে হয় ৩৭ জন বাঙ্গালি স্টুডেন্ট ছিলাম। তো কিছুক্ষণ ওয়েট করার পরে আমাদেরকে নিতে আসল দুটি বাস। বাসে চড়ে বেইজিং ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটি তে যাচ্ছি। অবাক হয়ে গেলাম এখানকার রাস্তা ঘাট দেখে। যেদিকে তাকাই শুধু ওভারব্রিজ আর ওভারব্রিজ। মনে হচ্ছিল সাপ লুডু খেলার ছক।

পরের দিন ছিল চীনে ঈদের দিন। অনেকেই নামাজ পড়তে গেল। অফিস থেকে দুরে কোথাও যেতে মানা ছিল, যেকোনো সময় আমার মূল গন্তব্য-স্থলে (উশি) যাওয়ার টিকেট আসতে পারে।

www.bdcomcn.com

বিদেশ বাড়িতে পয়লা ঈদ

আমি আবার অপটিমিস্টিক মাইন্ডের কিনা তাই সারা দিন রুমেই কাটালাম। দুপুরে বের হয়ে মুসলিম রেস্টুরেন্টে খেলাম। ঈদকে ব্যতিক্রম কিছু মনে হলো না, আর নামাজ না পড়লে ঈদের আর কিছু থাকে?

যাইহোক পরের দিন আমার গন্তব্য উশির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ১৭ ঘণ্টার ট্রেন জার্নি। সাথে দুইজন বাঙ্গালী আর তিন জন আফ্রিকান। ছোটবেলার সেই ট্রেনের সাথে এর কোনো মিল নেই। এখানে এসে নিজেকে গুছিয়ে আর অ্যাড-জাস্ট করে নিতে মাস খানেক লেগে গেল। এর মধ্যে আমার একটি জন্মদিনও উদযাপন করলাম। এরই মাঝে চলে এলো কোরবানির ঈদ। এবার কিছুটা উত্তেজনা বিরাজ করতে লাগল আমার মাঝে।

আমরা বাঙ্গালীরা সবাই ঠিক করলাম একটা ভেড়া কুরবানি দিব। কিন্তু আইনগত জটিলতা, একটি ভেড়ায় একজনের বেশি শেয়ার, মাংসের বণ্টন ইত্যাদি নানাবিধ জটিলতার কারনে এই পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। আমি আমার মত করে প্রিপারেশন নিলাম। সব চাইনিজ বন্ধুদেরকে দাওয়াত করলাম। ঈদের তিন দিন আগে দুইটা গ্রুপ আসল দিন

আমার রুমে, অ্যারাবিয়ান গ্রুপ ঈদের দিন পাহাড়ে বারবিকিউ আয়োজন করবে, চাঁদা ৫০ ইউয়ান। আর পাকিস্তানি গ্রুপ রাতে গেট টুগেদারেরে আয়োজন করবে, চাঁদা ২০ ইউয়ান। মনে মনে এই রকম কিছুর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, তো আমাকে আর পায় কে, তাড়াতাড়ি চাঁদা দিয়ে দিলাম। পরের দিন ছিল আমার স্টাডি ট্যুর, আনহুই প্রভিন্সে। দুই দিনের টানা জার্নি শেষে ঈদের আগের দিন রাতে ক্যাম্পাসে ফিরে এলাম। আমাদের মসজিদ ক্যাম্পাস থেকে ২৫ কিমি দুরে, নামাজ শুরু হবে সকাল ৯.০০ টায়। নামাজ থেকে ফিরে এসে বারবিকিউ তারপর রাতে পার্টি। চাইনিজদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, কাজেই রান্নাতো করতেই হবে! নিরুপায় হয়ে ক্লান্ত শরীরে মনোবল যুগিয়ে রান্নায় লেগে গেলাম, ভাগ্যিস ফ্রিজে একটা মুরগি ছিলো।

www.bdcomcn.com

বিদেশ বাড়িতে পয়লা ঈদ

ঘুমটা অনেক সকালেই ভাঙল। গোসল করে, হালকা নাস্তা করে, একটা শেরওয়ানি গায়ে চাপিয়ে, রওনা দিলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তবুও জ্যাকেট গায়ে দিইনি। আরও ছিলাম ই-বাইকের পিছনে। কাঁপতে কাঁপতে আধমরা অবস্থা। কিন্তু ঈদগাহ ময়দানে গিয়ে চাঙ্গা হয়ে গেলাম, দেখি সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভুল বুঝার কোনো অবকাশ নেই, ওরা আমার পোশাক দেখছিল, ভাবটা এমন যে এইটা কি জিনিশ? নামাজ পড়ে অনেক সময় ধরে ফটো-সেশন হলো, তারপর বাসে করে ব্যাক করলাম।

গোটা তিরিশেক ই-বাইকে আমাদের বারবিকিউ এর সরঞ্জামাদি নিয়ে রওনা দিলাম পাহাড়ের দিকে। যুতসই একটা জায়গা পছন্দ করে থামলাম। সব ঠিকঠাক কিন্তু আগুন-তো জ্বলে না। এদিকে সবার পেটে শুরু হয়ে গেছে মারামারি। অনেক কষ্টে আগুন ধরলেও মাংস তো আর কম না। সবার জন্য একটা করে গোটাল মুরগি, সাথে মাটন এর শিক। সব গুলো হতে হতে ২.৩০টা বেজে গেল। খাওয়া শেষ করতে করতে ৪.০০টা। অনেক ইনজয় করলাম সময়টা।

এদিকে আমার চাইনিজ ফ্রেন্ডরা আমাকে কল দেওয়া শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি করে গিয়ে ওদেরকে আপ্যায়ন করলাম। রাতে পার্টিটাও অনেক ভাল হলো। শেষে বাঙ্গালীরা মিলে রাতে ক্যাম্পাসে ঘুরলাম আর গান করলাম।

অনেক দিন পরে মনে হল যেন আমি আবার সেই আনন্দটা ফিরে পেলাম, ছোটবেলার সেই নানা বাড়িতে ঈদের আনন্দ, পার্থক্য এতটুকুই যে, আমার পরিবারের বাকি তিন জন আমার সাথে নেই।

----------o----------

www.bdcomcn.com

কবিতা

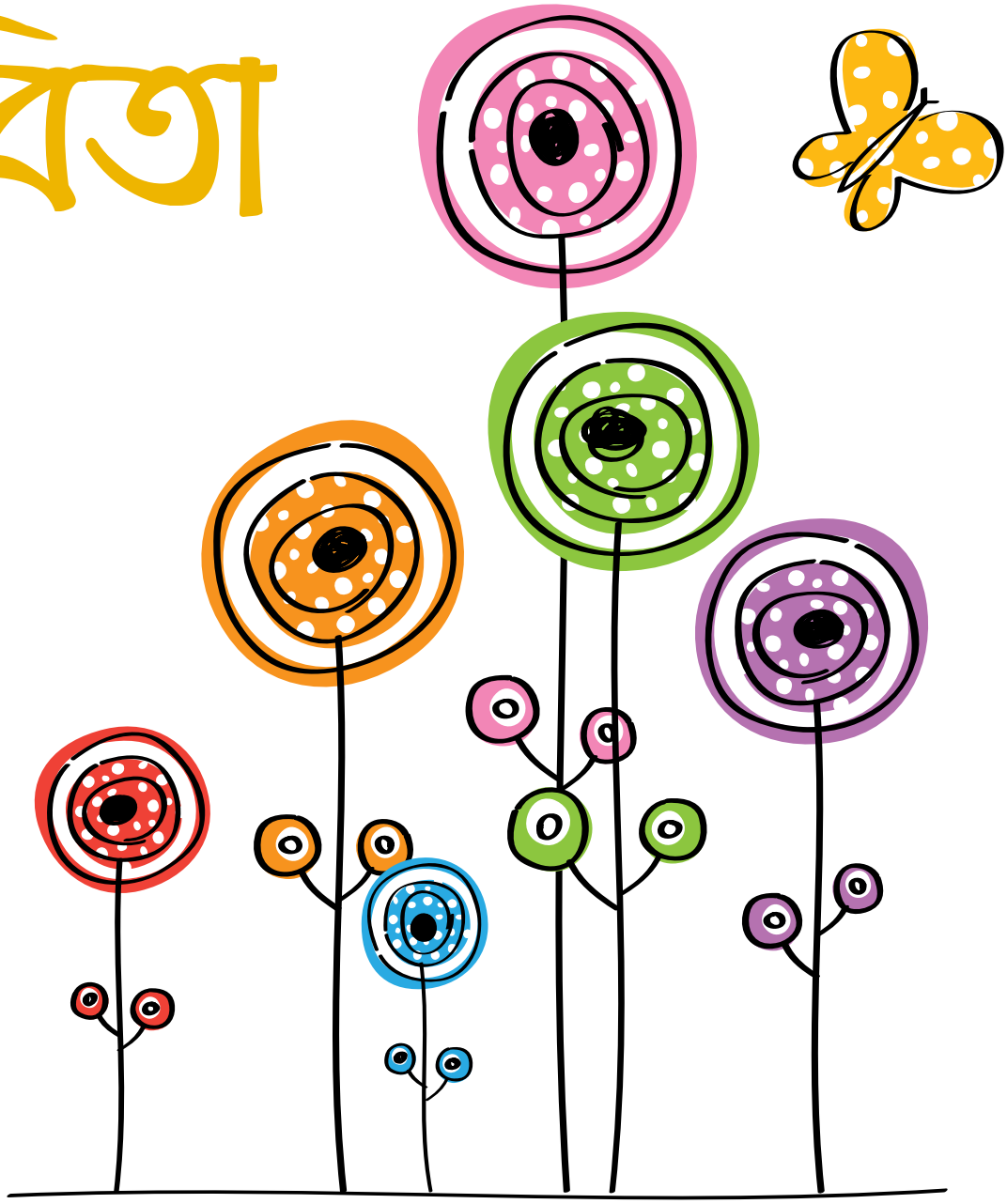

শেখ মুজিবুর রহমান

মুন্সি ফয়েজ আহমদ (রাষ্ট্রদূত)
বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং

উৎসবে, পালা পার্বনে,
সুখে-দুঃখে, নানা আয়োজনে-
মনে পড়ে কত প্রিয়জনে।
চোখের আড়ালে আছে যাঁরা-
সারি সারি আজ উঁকি দেয় তাঁরা।
সব ছেড়ে উজ্জ্বলতম একজন-
রক্তে মাংসে তাঁরে জানিনি তেমন।
দিনে-দিনে, তিলে -তিলে তাঁরে-
মনের মাধুরী দিয়ে গড়েছে এ-মন।
আপনার চেয়ে আপন সে-জন,
প্রিয়জন মাঝে সবচেয়ে প্রিয়জন।
আকাশ ছুঁয়ে ঋজু দন্ডায়মান-
শেখ মুজিবুর রহমান।

উৎসবে, পালা পার্বনে,
সুখে-দুঃখে, নানা আয়োজনে-
মনে পড়ে কত প্রিয়জনে।
স্মৃতিতে জাগে যত প্রিয় শিক্ষকের মুখ
দলে দলে তাঁরা সবাই আসুক।
সর্বাগ্রে দেখ শ্রেষ্ঠতম এক শিক্ষক-
ছিলেন না তিনি শ্রেনী কক্ষের অধ্যাপক।
নিজেকে চেনার শিক্ষা দিয়েছেন তিনি ;
আপন শক্তিকে জানার দীক্ষা দিয়েছেন তিনি ;
অধিকার লড়ে নাও শিখিয়েছেন তিনি ;
জাতিকে অহঙ্কারে জাগিয়েছেন তিনি।
প্রত্যয়ে দৃপ্ত, গৌরবে মহীয়ান
শেখ মুজিবুর রহমান।

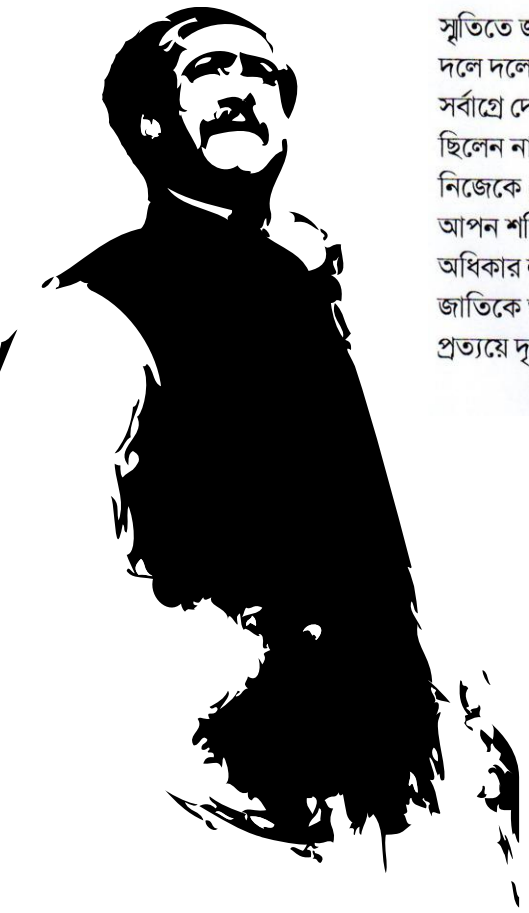

উৎসবে, পালা পার্বনে,
সুখে-দুঃখে, নানা আয়োজনে-
মনে পড়ে কত প্রিয়জনে।
পথ প্রদর্শক প্রিয় নেতাদের কথা মনে হয়।
একে একে আসে স্মৃতির পাতায়, কানে কানে কথা কয়।
সবারে ছাড়িয়ে দেখ কিংবদন্তী এক নেতা-
সকল নেতার নেতা তিনি বাংলার ত্রেতা।
কাল বোশেখীর দূর্দম ঝাপটার মত
মেঘমন্দ্র, গুরু গম্ভীর আহবানে তাঁর
দূর হয়ে যায় জীর্ণ, পুরাতন, মুমুর্ষু যত।
পথের দিশারী, ছিল সে যে সদা জাগ্রত।
লক্ষ্যে অটল, সদা আগুয়ান-
শেখ মুজিবুর রহমান।

উৎসবে, পালা পার্বনে,
সুখে-দুঃখে, নানা আয়োজনে-
মনে পড়ে কত প্রিয়জনে।
পূর্ব পুরুষ যত প্রিয় পিতা, পিতামহে মনে পড়ে।
স্মৃতির মিছিলে আজ একে একে ভিড় করে।
সব ভিড় ছেপে দেখ একজন সেই পিতা-
বিশাল বক্ষে ভালবেসে যিনি সকল শিশুর মিতা ;
চোখে মুখে যাঁর সদা আঁকা দেখ মায়া আর মমতা ;
সন্তান যাঁর মুক্তি পিয়াসী আপামর জনতা ;
যাঁর হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পা-পা থেকে পেয়েছি এ -স্বাধীনতা।
চারিদিকে আজ কবি শিল্পীরা করে তাঁরই কথকতা।
সেই মহাপিতা মৌন মহান-
শেখ মুজিবুর রহমান।

চাইনা কোথাও যেতে

——— শামীম রেজা
বেইজিং

আমিতো তোমাকে ছেড়ে চাইনা কোথাও যেতে

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মনোরম স্থানে

অথবা স্বর্গের সোপানে, তোমাকে একা ফেলে ।

স্বপ্নে শিউরে উঠি যখন দেখতে পাই

ছেড়ে যাচ্ছি এই কোলাহল স্থান

বন্ধুর আড্ডা, অথবা তোমার আদর ।

আকাশের কাছে আমার কিসের প্রত্যাশা?

রোদ? বৃষ্টি? পাথরের কণা? নাকি বজ্র?

তোমার কাছে আমার কিসের প্রত্যাশা?

একটু আদর , নাকি ভালবাসা ?

নাকি প্রতিদিনের একটু শান্তনা?

হঠাৎ আমার বুকে কেঁপে উঠে পৌষের বাতাস

আমার দু-চোখে শ্রাবনের নদী বয়ে যায়,

তোমাকে হারাব বলে একরাশ বুকভরা ব্যাথা ।

বোবা চিৎকারে আর্ত কণ্ঠে তখনি বলে উঠি

তোমার বুকের মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রাখো ।

আমি এই পৃথিবী ছেড়ে, এই মাটির গন্ধ ভুলে

আকাশের আত্মীয়তা ছেড়ে, তোমাকে একা ফেলে

চাইনা কোথাও যেতে, কোথাও যেতে ।

ভ্রমণ

ফাংশানের 'ইউন জু' মন্দিরে একদিন-১

আ, বা. ম. ছালাউদ্দিন

সি আর আই, বেইজিং

আমার প্রবীণ সহকর্মী শি চিং উ ভাই আমাকে বেশ কয়েকটি মন্দির মেলার পাশা পাশি পেইচিং এর উপকণ্ঠের একট জেলায় প্রায় দেড় হাজার বছরেরও বেশি-পুরোনো একটি মন্দিরের কথা বললেন। আমি সংগে সংগে তা গ্রহণ করলাম। জানালাম অবশ্যই সেখানে যাবো। সমস্যা দেখা দিল একলা যাবো কি করে। প্রকৃতি আর ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ানো আমার খুব ছোট বেলাথেকেই শখ। সময় পেলেই চলে যেতাম আমার দেশের দর্শনীয় স্থানে বা হারিয়ে যেতাম কাছা কাছি কোন প্রকৃতির মাঝে। সাথে সব সময়ই থাকতো একটা ক্যামেরা।

প্রকৃতি আর ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ানো আমার খুব ছোট বেলাথেকেই শখ । সময় পেলেই চলে যেতাম আমার দেশের দর্শনীয় স্থানে বা হারিয়ে যেতাম কাছা কাছি কোন প্রকৃতির মাঝে । সাথে সব সময়ই থাকতো একটা ক্যামেরা । আমার মনে আছে স্কুলে যাবার সময় মা'র কাছ থেকে এক আনা করে পেতাম । মাসে দু'একদিন অনেক অনুরোধ করে হয়তো দু' আনাও পেয়েছি । সেই সব টাকা স্কুল সঞ্চয় ব্যাংকে জমিয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় জীবনে প্রথম পাঁচ টাকা দিয়ে আগফা গেভার্টের একটি মডেল ক্যামেরা কিনেছিলাম । ছবি তুলে কুমিল্লা শহরের রূপায়ন স্টুডিওতে গিয়ে তা আবার প্রিন্ট করতাম । কানুদা ছিলেন স্টুডিওর মালিক । তিনি সেই ছোট বেলায়ই আমাকে ছবি তোলার ক্ষেত্রে যে উৎসাহ দিয়েছেন তা আজীবন স্মৃতির পাতায় লেখা থাকবে । কলেজে ভর্তি হওয়ার পর আবারও টাকা জমিয়ে তিরিশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম একটি রোলিফ্ল্যাক্স ১২০ মডেল ক্যামেরা । প্রতিবারে মাত্র ১২টি ছবি তুলতে পারতাম । সে যে কি আনন্দ ছিল তা এখন লাখ টাকার ক্যামেরা কিনেও পাই না । এখনতো ক্যানন আর নাইকনের সর্বশেষ মডেলের ক্যমেরা এবং তার সাথে বিভিন্ন ধরণের লেন্স ও ট্রাইপড ব্যবহার করছি । তারপরও অতীতের স্মৃতি আমাকে নিয়ে যায় এক অনাবিল আনন্দময় স্বপ্নের গভীরতায় ।

চীনে আসার পর খুব যে একটা ঘুরেছি তা নয় । কাজের ফাঁকে যতটা পেরেছি আর কি । এবারে বসন্ত উৎসবের ছুটিটা বেশ লম্বাই পেলাম । আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে এবারের ছুটিতে পেইচিং এবং কাছা কাছি দুরত্বের দু'একটি প্রদেশ বা জেলায় যাবো । আমার প্রবীণ সহকর্মী শি চিং উ ভাই আমাকে বেশ কয়েকটি মন্দির মেলার পাশা পাশি পেইচিংএর উপকণ্ঠের একট জেলায় প্রায় দেড় হাজার বছরেরও বেশি পুর-োনো একটি মন্দিরের কথা বললেন । আমি সংগে সংগে তা গ্রহণ করলাম । জানালাম অবশ্যই সেখানে যাবো । সমস্যা দেখা দিল একলা যাবো কি করে। প্রকৃতি আর ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ানো আমার খুব ছোট বেলাথেকেই শখ । সময় পেলেই চলে যেতাম আমার দেশের দর্শনীয় স্থানে বা হারিয়ে যেতাম কাছা কাছি কোন প্রকৃতির মাঝে । সাথে সব সময়ই থাকতো একটা ক্যামেরা । আমার মনে আছে স্কুলে যাবার সময় মা'র কাছ থেকে এক আনা করে পেতাম । মাসে দু'একদিন অনেক অনুরোধ করে হয়তো দু' আনাও পেয়েছি ।

ফাংশানের 'ইর্ডন জু' মন্দিরে একদিন-১

ফেংশানের ইর্ডন জু মন্দিরের সামনে লেখক

আমার আবাসস্থল থেকে সে স্থানটি প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে । যেতে প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের মত লাগে । কথামত তিনি আসার একটু আগেই পৌঁছে গেলাম সেখানে । বাস স্ট্যান্ডের পাশেই থাকা কেএফসি ফার্স্ট ফুডের দোকানে পরিচালকের সংগে টেলিফোনে আলোচনা অনুযায়ী এককাপ ধূমায়ীত কফির কাপ নিয়ে বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তার ছেলেকে নিয়ে চলে এলেন । তিনি আমাকে নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে উপকণ্ঠগামী বাসস্ট্যান্ডে এলেন । অবাক করার বিষয় হলো একই নম্বরের বাস যাচ্ছে বিভিন্ন যায়গায় । বিদেশীদের জন্য সেসব বাস নির্ধারণ করে যাত্রা করা সত্যিই দুসাধ্য । যদিও বাসের নম্বরের পাশেই লেখা রয়েছে সেটি কোথায় যাবে । বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমার কাঙ্খিত বাসটি এলো । বিশাল লাইন । ভাগ্যিস আমি আগেই রোদেলা এই হীম ঠান্ডায় সবার আগেই দাঁড়িয়েছিলাম । তাড়াহুড়ো করে বাসে উঠে পড়লাম । সময়ও হলো না ম্যাডামকে তার এই অকৃত্তিম সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দেয়ার। বাস ছুটে চললো ফেংশান জেলার উদ্দেশ্যে । যেতে হবে আরো ৭৫ কিলোমিটার দূরে । আর আমার মাথায় তখন ঘুরছে একাকী আমি কোথায় পরবর্তী বাস স্ট্যান্ড ইউন জু সি ? আমি ঠিকমত নেমে পরের ১২ বা ৩১ নম্বর বাসটি ধরতে পারবোতো ?

--- আ, বা. ম. ছালাউদ্দিন

ফাংশানের 'ইউন জু' মন্দিরে একদিন-২ (*http://bengali.cri.cn/541/2010/03/11/41s100847.htm*)

ফাংশানের 'ইউন জু' মন্দিরে একদিন-৩ (*http://bengali.cri.cn/541/2010/03/18/41s101075.htm*)

ফাংশানের 'ইউন জু' মন্দিরে একদিন – শেষ (*http://bengali.cri.cn/541/2010/03/25/41s101281.htm*)

----------o----------

SOCIAL AWARENESS AND BDCOMCN

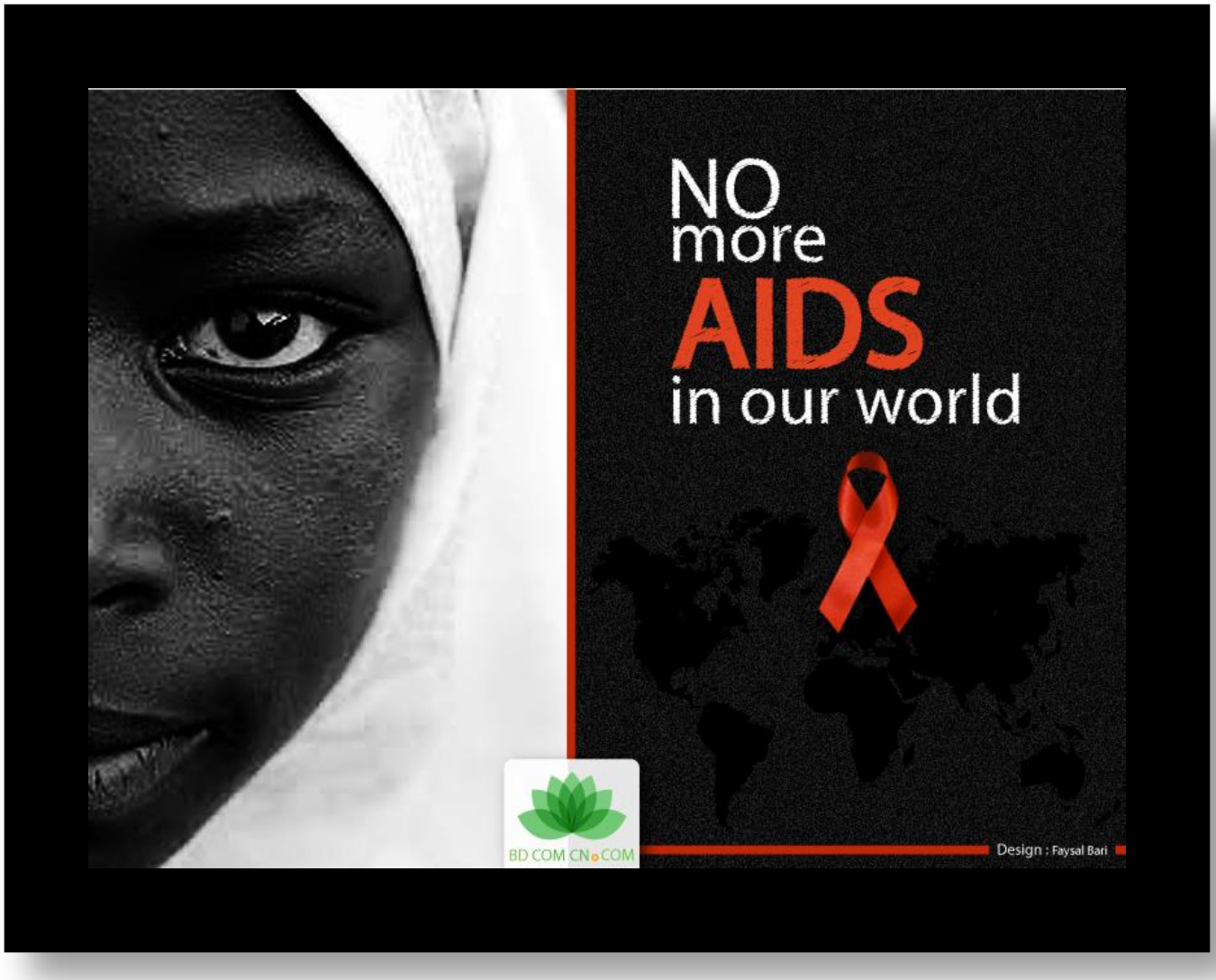

We published this poster on World Aids day to our website (bdcomcn.com), our Facebook group, and some other pages on the web.

A Student's eye view of "Life in China"

Muktadir Rahman Chowdhury (Alvy)

The Immigration officer, while checking my passport at the airport, put it into word in a more explicit way, "People also go to china to study?"
As I am writing this article from Beijing, I guess it'll be redundant to say what my decision was, and so far it has proved to be a neat one. China with it's booming economy is one of the best places to build your career and also for living.

Pondering over the decision, pursuing my undergrad in china, I took three years back, reminds me how confused I was when I got the Chinese scholarship. Since China is not particularly well-known among the people who want to study abroad, I was in a fix whether or not i should go for it. The Immigration officer, while checking my passport at the airport, put it into word in a more explicit way, "People also go to china to study?"
As I am writing this article from Beijing, I guess it'll be redundant to say what my decision was, and so far it has proved to be a neat one. China with its booming economy is one of the best places to build your career and also for living.

Studying in china has it's pluses and minuses. If you are an undergrad-scholarship student you have to study in Chinese, which is not enjoyable at all. But if you learn the language well, your Chinese language skill will add a new dimension to your resume. In total, it's a 5 year course, including one year Chinese language course. Studying Chinese is real fun and it brings your childhood memory back to life. They teach Chinese with such care that gives you the forgotten taste of being a kid. The care, the attention , the encouragement , the appreciation , no matter how you perform , from the teacher , the immaculate childish ecstasy you go through after getting high mark in the class give this Chinese classes a whole new meaning. They really have their way to acquaint you with a language that is in every possible manner alien to you. They prepare you well enough for the fight that is studying your major in Chinese.

It is a common scenario in a Bangladeshi university that a bunch of students huddle together and babble for hours, while sipping tea and puffing cigarette. It is almost an integral part of their campus life. But here, in china, university is all about the following three: class, homework and exam. And when you are too busy maintaining the first two, before you know, the semester is finished and the third and the inevitable one, exam, is looming on you.

Life in China

Chinese students also have pastimes in the form of playing football, basketball , computer games , which does not sound bad , but being a typical **B**angladeshi , I guess , it is those erratic, meaningless talking that I miss most . Going to the class early in the morning is always a pain in the neck, for me at least, specially in the winter when you have to expose yourself to the skin piercing chilly wind with a temperature below zero, leaving your cosy bed and warm blanket. Shivering and thinking that who will go to the class in this cold, you reach the class only to find the classroom full to the brim, that leaves you doubting their sensibility. The bright side of the winter is you get to enjoy the sublime beauty of snowfall. When it snows at night if you take a peek out of your window, you will witness the ethereal scenery of the sodium street light lit unmarred snow, that seems to camouflage the whole universe with it's yellowish glow. But the next morning you feel severe cold, for often snowfall is followed by radical temperature drop. But this the cost I am willing to give to behold such marvel.

I, personally, like the summer most ,partly because summer in Beijing is very similar to that of Bangladesh's , except for the fact that you hardly sweat here , and during this time you can hang around with ease , without putting on tons of clothes . Unlike winter going to class does not also seem a herculean task in summer.

Anyone who is living abroad will acknowledge that, one of the rare occasions of relaxation comes when they are with fellow country mates. We, Bangladeshis in china, also found a way to get our Bangladesh itself going by having parties, sometimes organized by the embassy and often by ourselves, hanging out together and so on.

In a nutshell, life in china has it's own lusciousness, which is waiting for you to savor.

----------o----------

www.bdcomcn.com

The reason for this choice is very simple: "Market demands". Engineering is a demanding discipline and right now Bangladesh is lacking in quantity the number of qualified engineers. Most of the majors maybe directed towards labor intensive industry and light industry dependent countries, and Bangladesh is no exception. ICT is a growing field and your education could play a good part into turning a digital Bangladesh. Chinese language, alone, could land you a good job in Bangladesh. Chinese specialist student commands a base starting salary of Taka 40,000 and perks, more than average fresh graduate students

Higher Education in China

Larry Wang

Beijing

Most recently I've noticed an apparent trend on Bangladeshi prospective students seeking the middle kingdom for their future education. More and more people are keen looking into China for higher education not as a backup option rather a practical choice and this line of thought is not "unusual" since education in U.S and Europe entails both great expense and social burden on parents whereas choosing China for your education destination is not only inexpensive, in addition, could give you insights on a rising economic superpower with global stretch and influence. Before setting off on the internet looking for suitable uni, I'd like to remind you that like all other overseas education it requires planning, research and consultation with seniors bhais about their experience and golden statements they would leave behind in their trail. This Q&A tries to fill in those golden statements garnered over my 8 years period in China and divided into two major stages from Student to a White-Collar job in Beijing, China.

1) From where shall I begin to apply for Chinese university?

After you've decided your choice of studies and from googling results the lists of uni names, the best time of year to begin applying is April. Most Chinese uni begin their school term from July (fall term) and there is no second application for winter terms. You could try to apply directly to uni or via Chinese Embassy scholarship declaration under Ministry of education, Bangladesh. So lookout for APRIL. The same applies for self-financed student applying either directly to uni or try consulting with cultural attaché in Chinese Embassy in Bangladesh.

2) Which university is good for me?

"It all depends on you", most senior bhais would put it nonchalantly and at times may sound discouraging. To tell you the truth, when I first heard that I was already lost in translating but now I think I know why they hold that thinking. To put this plainly, what happens when you try to learn something in a new language? Yes, that was actually a question I asked, you should spend some moment to ponder. You see, education in China is conducted in Chinese, particularly undergrad programs. And have to admit now that receiving higher education in a new language and another environment could be challenging but not at all impossible. Bangladeshis are known to survive even in harshest conditions and I am sure we will fight to see the light in the end. So hang in there. One last word to end this question is uni doesn't matter as long as you know what you are going to become (your skills and expertise on your particular field).

3) Which major is good for me?

This is just my personal opinion and I am basing this on present job market in Bangladesh gathered from report on reputable sites like bdjob, Bangladesh daily star. According to them, there is a dearth of specialized human resources in the market and it has been compounded by private, local universities not churning out quality graduates demanded by the market. In other words we have the people sitting idle but not the "right" worker to do the job. I can assure you, higher education in China is a worthwhile experience and once you graduate many options would open thereof. So here are the areas you could go for as a major:

a) Textile engineering- Fashion Design and the gamut of Textile and apparel

b) ICT- Telecommunications, Software, networking and system

c) Architecture and Civil Engineering

d) Chinese Language

e) Industrial Design and Engineering

f) Metallurgy

g) Chemical Engineering

h) IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering)

The reason for this choice is very simple: "Market demands". Engineering is a demanding discipline and right now Bangladesh is lacking in quantity the number of qualified engineers. Most of the majors maybe directed towards labor intensive industry and light industry dependent countries, and Bangladesh is no exception. ICT is a growing field and your education could play a good part into turning a digital Bangladesh. Chinese language, alone, could land you a good job in Bangladesh. Chinese specialist student commands a base starting salary of Taka 40,000 and perks, more than average fresh graduate students.

4) Which major could be potentially not a good idea?

This may be biased, totally based, again on my experiences.

a) Medical Science

b) Bachelor of Business Arts

c) International Trade

d) Economics and Commerce

e) Law

f) Development and Social Studies

At this point, I am in no mood to make a debate out from here nor do I bore any prejudices against those studying the aforementioned majors. My unsolicited advice on this, it would be a wise decision if you could pursue these in ENGLISH speaking countries like U.S or Europe.

5) Part-time jobs in China? Is it true that in China like all Western countries education and part-time jobs goes hand in hand?

The answer is no part-time jobs available during your studies in China. However, what I've noticed recently that there is a development among Chinese students in big cities to pick up odd jobs like working at fast-food stores, however, this very limited among local Chinese students, who work not to pay off tuition rather as a way to have their own pocket-money. Foreign students in China especially undergraduate program rarely come across part-time opportunities. So I reiterate: throughout the undergraduate program it's a fruitless exercise to search for odd works on the internet or on newspaper, moreover even if you find one you may not find enough time to devote on it.

6) What's next after graduation? Should I continue further studies?

After graduation, you are required to return back to Bangladesh unless some company sponsors your work permit visa. Metropolis city like Beijing and Shanghai are restricting work permits for foreign fresh graduates by asking them to provide evidence of two-year work experiences. A fresher, usually has no experience consequently, that puts you ineligible for a work status and you may have to return back to Bangladesh. Other options like moving to a second-tier city for employment are a common scenario. Most often than not, students' right before graduation apply for Master's degree in order to secure their future stay in China. My free one dime opinion on this matter is you should first try applying abroad like Japan, Korea or U.S and if no option is there then Master's degree should be your last choice in line.

7) In the end do I learn anything from here?

Well this question is totally up to you on how hard you work to learn and the effort you put into learning new skills and knowledge. To make a point I'd like to share one of my past personal anecdotes. In year 2007, in the middle of my graduation from Computer Science and Engineering I still knew nothing about software programming and hated to the bone anything "programming and computers". I totally lost sight on where I could go 'next' after graduation. Then one day I found an opportunity to go to Japan, and did everything to fulfill the Graduate requirements like IELTS and GRE. After successfully completing my Master's in Japan, things changed again and I realized that I even lacked the fundamental skills, simultaneously there was no time to time to get trained and pick up new skills. At that point, nobody wanted to hire me during the Financial Crisis in 2009.

Feeling defeated and dejected, but never lost will to fight back. I immediately returned Beijing (my turf), went for Cisco training centers and picked up networking and system skills in one and half years. And now it turns out I love my field and gaining confidence in what I provide to people requiring my specialized knowledge and skills. Very simply put it: “know your skills very well and become specialized in your particular field”. Finally to put an end to this question, definitely from China you learn a lot from bitter encounters that makes you stronger and stronger every day. So come here well prepared, mentally!.

Writer’s email- physicswang@gmail.com

----------o----------

প্রবন্ধ

এবার আমাদের বঙ্গ-পুঙ্গব ঘটক ভাইয়ের পালা। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তার কুঞ্চিত ভ্রু দিয়ে মস্তিষ্কের সব বাংলা অভিধান হাতড়িয়েও তিনি "cheers" শব্দটির যুতসই কোন বাংলা বুলি খুঁজে পেলেন না। উনি মদ-মোদী লোক সমুখে কি করে বলেন যে আমাদের মদ-অচ্ছুৎ সমাজে এসব শব্দের কোন বালাই নেই। শব্দহীনতার এই লজ্জা নিঃশব্দে তিনি কিভাবে মাথা পেতে নেন?

মাল

কিশোর বিশ্বাস

[মুখবন্ধ: প্রবন্ধের নামটায় আপত্তির একটু গন্ধ রয়েই গেলো। হয়তবা এমন করে উস্কে দিতেই সন্দিহান নাসিকায় কিছু একটা ধরা পড়বে। তবুও আমার মনে হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সাথে এই নামকরণই সবচেয়ে মানানসই। পুরো ব্যাপারটার উপর পাঠককুলের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হতে পারে যা বোধগম্য কারণে অনুমেয়। বস্তুত আধুনিক বাংলা ভাষায় "মাল" শব্দটির বিচিত্র, বহুবিধ অর্থ, ব্যবহার আর প্রাসঙ্গিক কিছু কথা নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে পাঠকদের মাঝে একটু অন্যরকম রসমালাই বিলনোর কিঞ্চিত দুষ্ট অভিপ্রায় থেকে এই রচনার বুৎপত্তি। আশা করব সবাই কৌতুক- ছলে হেসে খেলে লেখাটা পাঠ করার চেষ্টা করবেন। আর পাঠ অন্তে কারো কাছে তা সুখপাঠ্য বিবেচিত হলে কিংবা নিদেনপক্ষে লেখককেই একখান মাল বলে বিশেষায়িত না করলে লেখাটি সার্থক হলেও হতে পারে বলে ধরে নেব।]

সংস্কৃত "মল" ধাতুর সাথে 'অ' প্রত্যয় যোগে "মাল" শব্দটির আবির্ভাব যার একাধিক আভিধানিক অর্থ রয়েছে । যেমন: পণ্যদ্রব্য, ধনসম্পদ, কুস্তিগির, সাপের ওঝা, মদ-সুরা, খাজনা, মালা ইত্যাদি [১,২] । সঙ্গীতে "মালকোষ" নামে একটি রাগ- ও পাওয়া যাবে। তবে অধুনা কথ্য বাংলা ভাষায় "মাল" একটি চমকপ্রদ শব্দ যার অর্থ ও প্রয়োগ ততোধিক ব্যাপক। স্থান , কাল, পাত্র ভেদে "মাল" হতে পারে অর্থ- সম্পদ, জিনিস-পত্র, মদ-মাদক, বিতর্কিত/অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব (আজব চিজ বা আজীব), আবেদনীয় নারী/পুরুষ এবং আপত্তিকর কিছু অর্থ! শব্দটা নর-নারীর বিশেষণ হিসেবে অবমাননাকর হলেও দৈনন্দিন জীবনে এর ব্যবহার আমরা অহরহই দেখি। উল্লেখ্য , এখানে কোন লিঙ্গের প্রতি তাচ্ছিল্য করার অভিপ্রায় আমার একেবারেই শূন্য । তবে প্রসঙ্গক্রমে নানাভাবে শব্দটির ব্যবহার , বিশ্লেষণ চলে আসবে যা ভালো , মন্দ নির্বিশেষে বস্তুনিষ্ঠ বিবরণের অংশ- মাত্র । এ লেখায় "মাল কাহাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী ? "–তা উদাহরণ সহকারে পুরোপুরি বুঝিয়ে দিতে না পারলেও চেষ্টা থাকবে বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা থেকে পাঠককে এই বৈচিত্র্যময় মালের মাল্য- গাঁথা উপহার দিতে । আজকের পর্বে আলোকপাত করব মদ (Alcoholic drink) নামক মালটি নিয়ে।

ঘটনাটার উদ্ভব একটা অঘটন থেকে। আমাদের অঘটন-ঘটন পটীয়সী এক "ঘটক- ভাই" প্রবাসে এক সৌজন্য-ভোজে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ছিলেন তার সহপাঠী, সহকর্মী নানা দেশী-বিদেশী। তো, ভোজ শুরুর আগে স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী সবাই সবার মদের পেয়ালা উঁচু করে "ভোজ সম্ভাষণ" (toast) জানিয়ে যাচ্ছে।

মাল

কথা হল, সবাইকে নিজের ভাষায় তা বলতে হবে। ইংরেজিতে “cheers" বা "bottom’s up" , তা তো সবারই জানা। চীনারা বলল “কান পেই”, জাপানিজরা বলে “খোং পে”, কোরিয়ানরা "গোম বে" ইত্যাদি [৩] । এবার আমাদের বঙ্গ -পুঙ্গব ঘটক ভাইয়ের পালা। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তার কুঞ্চিত ভ্রু দিয়ে মস্তিষ্কের সব বাংলা অভিধান হাতড়িয়েও তিনি “cheers” শব্দটির যুতসই কোন বাংলা বুলি খুঁজে পেলেন না। উনি মদ-মোদী লোক সমুখে কি করে বলেন যে আমাদের মদ-অচ্ছুৎ সমাজে এসব শব্দের কোন বালাই নেই। শব্দহীনতার এই লজ্জা নিঃশব্দে তিনি কিভাবে মাথা পেতে নেন ? তাই তিনি ভাবলে ন, যে ক্রিয়াটি তারা করছেন তার মূলে রয়েছে মদ তথা “মাল”। আর তাকেই পেয়ালায় পুরে বাড়ি দিয়ে যত বাড়াবাড়ি। অতএব তিনি ঘোষণা দিলেন, “Cheers” কে বাংলায় আমরা বলি “মালে বাড়ি”। বাংলাভাষায় এই অভিনব শব্দটি আবিষ্কার করেই তিনি ক্ষান্ত হননি , অনেক বিদেশিকেও শব্দটি শিখিয়ে ছে ড়েছেন। এই তিনিই আমাদেরকে সময় সুযোগ পেলে উপরোক্ত মাল সম্পর্কিত জ্ঞান দান করতেন।

সেই ছেলেবেলা থেকে মদকে শুধু মানবকুলের ষড়রিপুর (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) অন্যতম হিসাবে জেনে এসেছি । তবে আমাদের সমাজে মদ কেন যে এত ঘৃণ্য বস্তু তা নিয়ে কৌতূহলের কমতি ছিল না আমার কখনো । “মদ পান করলেই মদ্যপ টাল-মাতাল হয় আর অবধারিত ভাবেই সে অসামাজিক কাজ করে ”—মূলত এই বদ্ধমূল ধারনা থেকে আলোচ্য মালের প্রতি এহেন নিষেধাজ্ঞা । এক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনও একটি বড় ব্যাপার। তাছাড়া এ নিয়ে একটা চীনা কথা প্রচলিত আছে যা উপরি উক্ত ধারণার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। তা হল "চিও হোও লোয়ান সিং" (酒后乱性 / jiǔ hòu luàn xìng)-অর্থাৎ মদের পর অবাধ কাম। আমাদের দেশ ছাড়াও পৃথিবী জুড়ে বেশ কয়টি দেশে /অঞ্চলে সরকারীভাবে মদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে আফগানিস্তান , ব্রুনেই, ভারতের গুজরাট, নাগা-ল্যান্ড, মিজোরাম, ইরান, কুয়েত, লিবিয়া, সৌদি আরব, সুদান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সারজা , ইয়েমেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য [৪, ৫]। এমনকি "মদুন্নত" দেশ যুক্তরাষ্ট্রেও ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত মদ নিষিদ্ধ ছিল। আবার এই মাল- নিষিদ্ধকরণের ঘটনা ইতিহাসে প্রথম ঘটে মালের বর্তমান স্বর্গরাজ্য চীনে, সিয়া রাজবংশের আমলে [৫] (Xia Dynasty, খৃষ্টপূর্ব ২০৭০-খৃষ্টপূর্ব ১৬০০) ।তবে আমাদের অভিজ্ঞতায় যা বলে তা হল, যে মাল যত বেশি নিষিদ্ধ তার উপর তত বেশি আকর্ষণ । কৌতূহল মেটাতে সুযোগ সন্ধানী মন তাই কখনো- সখনো কি একটু বেপরোয়াও হয় না? হয় হয়ত। কিন্তু কী এমন আছে এই দুর্নিবার গন্দমে? কী-ই বা তার রহস্য?

ঐতিহাসিক দলিল থেকে জানা যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মদের ইতিহাস মানব সভ্যতার কৃষি-শিল্পের মতই কয়েক হাজার বছরের পুরানো। খৃস্টপূর্ব ৮০০০ সাল থেকে ৬০০০ সাল সময়টাতে প্রাচীন জর্জিয়া, ইরান, আর্মেনিয়া অঞ্চলে প্রথম মদ উৎপাদনের

www.bdcomcn.com

মাল

প্রমাণ মেলে [৬]। আদি গ্রীস(ম্যাসিডোনিয়া), মিশর এবং চীন দেশেও এই মাল বেশ শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসে। তখন মদ ছিল মূলত দ্রাক্ষারস বা প্রক্রিয়াজাত আঙ্গুর ফলের নির্যাস। এখনও , আঙ্গুর সহ অন্যান্য ফল , চাল, গম, ভুট্টা, দুধ, মধু, বিভিন্ন গাছ-গাছড়া প্রভৃতির ভিতর শর্করা বা চিনির যে অংশ থাকে তাকে "ঈস্ট" (Yeast, একধরনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুঁইফোড় ছত্রাক) দিয়ে চোলাই করে বা গেঁজিয়ে এলকোহলে রূপান্তর করাই মদ- উৎপাদনের মূলনীতি [৭]। যেমন: আঙ্গুর ফলের ৮০% ভাগ জল আর ২০% চিনি যা ঐ ভুঁইফোড় ঈস্ট লেলিয়ে "সাইজ" করলে জল, এলকো ও আঙ্গুরের একধরনের সুগন্ধদ্রব্যে সংশ্লেষিত হয়। এরসাথে আরও কিছু উপাদান বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে তৈরি হয় নানা কিসিমের মাল। এক- গ্লাস ৪ ওজনের সাধারণ মদে (a glass of 4oz wine) যেসব উপাদান থাকে তা মোটামুটিভাবে এরকম [৭] - ১) জল ২৫০ গ্রাম, ২) ইথাইল এলকোহল ২৫ গ্রাম, ৩) গ্লিসারিন ৩ গ্রাম, ৪) পেকটিন ১ গ্রাম, ৫) এসিড ১ গ্রাম, ৬) পলি-ফেনল ৫০০ গ্রাম এবং অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য। দুনিয়া- ভর ছড়িয়ে আছে হাজার রকমের মাল যাদের সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিন্যাস বা রকমভেদ করা একটু কষ্টকর। তবে মদে এলকোর মাত্রানুযায়ী মাল সমাজকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায় [৮]। নিম্ন মাত্রার (মোটামুটি ভাবে ২০ থেকে ৩৮ মাত্রার), মধ্য মাত্রার (৪১ থেকে ৫০ মাত্রার) ও উচ্চ মাত্রার (৫৪ থেকে ৬৫ মাত্রার) মাল। এছাড়া ২০ মাত্রার নিচে অনেক এলকো- পানিয় আছে , প্রকৃষ্ট মাল-খোরদের কাছে যা নাকি মাল নামের কলঙ্ক বা "মাল স্কয়ার" {মাল^{২} = মালদের* মাল (MAL*= Most Attractive Lady, যা নিয়ে দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করা হতে পারে)} । মাল-মাত্রার এই হিসাবটা হল : ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০০ মিলিলিটার মালে ৫০ মিলি এলকোহল থাকলে তাকে বলে ৫০ মাত্রার মাল। তবে মালের ধর্ম বা গুনাগুণের উপর ভিত্তি করে পণ্ডিতেরা মূ ল শ্রেণীবিন্যাসটা করে থাকেন যা- ও আবার তিনভাগে বিভক্ত : ১) গাঁজানো মদ (Fermented Liquors)- যেমন: দ্রাক্ষা মদ (Grape Wine), বিয়ার (Beer), তাড়ি, পান্তা মদ (Rice Wine, গ্রামবাংলায় অনেকেই পান্তা ভাত বেশ কিছুদিনের বাসি করে বা পচিয়ে খেতে পছন্দ করেন), আপেল মদ (Cider Wine/Applejack) ইত্যাদি; ২) পাতিত মদ (Spirituous Liquors/Distilled Liquors)- যেমন: হুইস্কি (Whisky), ব্রান্ডি (Brandy), ভদকা (Vodka), রাম (Rum), টাকিলা (Tequila), চীনা সাদা মদ (White Wine) ইত্যাদি; ৩) পরিশোধিত মিশ্র মদ (Refined & comprehensive drinks)-যেমন: জিন (Gin), লিকার (liqueur), ভেরমাউথ(Vermouth), বিটার (Bitter) প্রভৃতি। এখানে বিভিন্ন গোত্রের সুপরিচিত কিছু মদের প্রচলিত ইংরেজি নাম ও তাদের সম্ভাব্য বাংলা অনুবাদের একটি ছোট্ট তালিকা (১ নং ছক দ্রষ্টব্য) [৯,১০] এবং মদ-বোতলের একটি আলোকচিত্র দেওয়া হল [৯] (১ নং ছবি দ্রষ্টব্য) ।

www.bdcomcn.com

মাল

মদ গোত্র	মদের উদাহরণ (ইংরেজি নাম ও তাদের সম্ভাব্য বাংলা নাম সহ)			
Brandy	Christian Brothers	Hiram Walker	Martell	Remy Martin
	খৃষ্টান ভাইয়েরা	"হাই রাম" যায়	মার তেল	রিমি মার্টিন
Tequila	Two Fingers	Caridan	Monte Alban	Pepe Lopez
	দুই আঙ্গুল	কড়ি দান	মন্টে আলবান	পেঁপে লোপেজ
Gin	Beef eater	Bengal	Bombay	Old Mr. Boston
	গরু খাদক	বাংলা	বোম্বাই মাল	বোস্তন বুইড়া
Vodka	Absolut Vodka	Finlandia	Skyy	Gordon's
	চরম ভদকা	ফিনল্যান্ডীয়	নীলাম্বরম	গর্দান
Cordials	B & B (D.O.M.)	Southern Comfort	Galliano	Kahlua
	বাপ ব্যাটা ধুম	দখিনা আরাম	গালি আনো	কালুয়া
Whiskey	Lord Calvert	Crown Royal	Imperial	Black Velvet
	কালভার্ট রাজা	রাজ মুকুট	রাজকীয়	কালো মখমল
Bourbon	Wild Turkey	Old Grand Dad	Old Crow	Jim Beam
	বুনো টার্কি	ঠাকুরদার মদ	বুড়ো কাক	জিম রশ্মী
Scotch	Teacher's	Haig & Haig "Pinch"	Johnny Walker Black	Vat 69
	শিক্ষকের মদ	হেগে হেগে চিমটা -চিমটি	কালা জনি যায়	উনসত্তর টাকা ভ্যাট

ছক ১ বিভিন্ন গোত্রের মদের উদাহরণ (সম্ভাব্য বাংলা নাম সহ)

www.bdcomcn.com

মাল

মালের এই কাঠখোট্টা প্রকারভেদের পর আসা যাক মাল- সংস্কৃতিতে। আমাদের কাছে অসভ্য এই মদ নিয়ে চীনা , ফরাসী, আমেরিকান, ও ইউরোপীয় অন্যান্য সভ্যতায় অনেক আদিখ্যেতা রয়েছে। চীনা সমাজে নিয়মিত মদ্যপান এবং অন্যকে মদ্যপানে উস্কানি দেওয়ার রেওয়াজ তো বড়ই অতুলনীয়। এরা নৈশভোজে মদ খায়; হালখাতা, পার্বণে, সময়ে-অসময়ে, সুখে,দুখে যেকোনো অজুহাতে ব্যাপক মদ গেলে। বাঙ্গালীরা যেমন খুশির খবরে , আনন্দঘন উপলক্ষে মিষ্টি বিলোয় , চীনারা তেমন বইয়ে দেয় মদের বন্যা। এখানে কে কত মদ গিলতে পারে অর্থাৎ গিলিত মালের পরিমাণের উপরও একধরনের প্রশংসা প্রকাশ করা হয়। অনেকটা আমরা যখন কাউকে উস্কানি দিয়ে বলি , "কিরে, দেখি তোর গায়ে জোর কত ?", কিংবা " ওই ব্যাটা তুই কয় ক্যালাচ পর্যন্ত পড়ছোচ?" সেরকম চীনারা বলে, "কি মশাই, তোমার মাল টানার ক্ষ্যামতা ক্যামুন ?" ইত্যাদি। বিশেষ উপলক্ষে, অতিথি আপ্যায়নে বা স্রেফ মজা করার জন্য চীনারা বাড়ির বাইরে কোন রেস্তোরাঁয় একসাথে খেতে পছন্দ করে। সেখানে সাধারণত একটা ঘূর্ণন- যোগ্য গোলটেবিলে দশ- বারোজন গোল হয়ে বসে নানা পদের হরেক রকমের "ছাই" (菜 cai == তরকারি, পদ) খায়। অনেকের জন্যে ছোট্ট এক বাটি , আধা বাটি ভাত বা একটুকরো করে রুটির অর্ডার দেওয়া হয় । ছাই খেয়ে পরে পেট না ভরলে তাই দিয়ে উদরপূর্তি করবে বলে। নিঃসন্দেহে এদেরকে আমার মতো "ভেতো বাঙ্গাল" বা "ভাতুড়ে" না বলে বলতে হবে "মদুড়ে" বা "মদু"। যাহোক, আহারের শুরুতেই সেখানে বোতল খুলে ছোট বড় পেয়ালায় ঢালা হয় মদ। এই মদ যত কড়া হয় পেয়ালার আকৃতি হয় তত ছোট । যেমন: বিয়ারের আধার হয় সবচেয়ে বড় যেমনটা হয় জলের পেয়ালা। রেড ওয়াইন বা লাল মদের পাত্র হয় একটু ছোট ; মূলত একটা কাঁচ- দণ্ডের উপর বসানো অঞ্জলি আকৃতির বা উপবৃত্তাকার কাঁচ-পাত্রে ঢালা হয় হাল ফ্যাশনের লাল মদ গোত্রীয় মালগুলো। এরপর সবচেয়ে কড়া ৫৬ ডিগ্রি চাইনিজ পাই চিও বা সা দা মদের গ্লাস হয় এতটুকুন- অনেকটা আমরা ছোটবেলায় মিত্তি মিত্তি রান্না- বাটী খেলার সময় যে ধরনের ছোট ছোট মাটির গ্লাস ব্যাবহার করি সেরকম ক্ষুদ্রাকৃতির।

ছবি ২ মদের পেয়ালা

www.bdcomcn.com

মাল

পেয়ালার আকার-প্রকৃতি যাই হোক না কেন মালটা শেষমেশ উদর- থলিতেই জমা হয়। তবে সেখানে তা জমা করার আগে পেয়ালায় পেয়ালায় বাড়ি দিয়ে টুং-টাং, খুট-খাট, ধ্রিম-ধ্রাম শব্দ করায় এবং গাদা- খানেক প্রশংসা মূলক, শুভেচ্ছা জ্ঞাপক বাণী ঢেলে অন্যকে ধরে-বেঁধে মদ গিলানোর মৌখিক শিল্পে চীনাদের জুড়ি মেলা ভার। ফরাসিরাও নাকি জলের মতো খাবার টেবিলে মদ খায়। আমাদের দেশে লঞ্চ , ফেরিঘাটে ভাতের হোটেলে যেমন ভাত ফ্রি দেওয়া হয় (সাথে নদীর ফিল্টার পানি), শুনেছি ফ্রান্সের সাধারণ রেস্তরা গুলোতে মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজে নাকি নানা রকম আঙ্গুর মদ মাঙনা পাওয়া যায়। তবে ওরা এমন চিজ যে মালটাকে চিজ (cheese) দিয়ে মাখিয়ে খায় [১১]।

তো, মদ-সভ্যতা তা যেখানকারই হোক না কেন, একটা জিনিস প্রায় সব মদ-অনুমোদিত সমাজে ধ্রুব, তা হল মদ খেয়ে মাতাল হলে তার "সাতখুন" মাফ (মদ খেয়ে গাড়ি চালনা এর ব্যতিক্রম)। অর্থাৎ, যে কাজগুলো মদ না খেয়ে করলে আশেপাশের লোকজন তাকে এক বা একাধিক বৃহদাকার চড়-থাবড়া মেরে দাঁতের পাটী ঝুলিয়ে দিত, মাতাল হবার পর ঐ একই কাজে সবাই কেমন জানি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। আর অনেক দুষ্ট লোকে নানা সময় বিভিন্নভাবে এই সুযোগটি কাজে লাগাতে তৎপর হয়। ব্যক্তিগতভাবে মদ খেয়ে মাতাল হবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কখনো আমার হয়নি। হাতে গোনা যে দুই একবার "সহমোদীদের" জোরাজুরি আর স্থানীয় ভদ্রতার খাতিরে অনন্যোপায় পেটে মালটা একটু বেশি (আমার এই "বেশি" আবার জাত মাল-খোরদের কাছে নাকি নস্যি) পড়েছে তাতে উপসর্গ হিসাবে মাথাধরা আর কিঞ্চিত তন্দ্রাভাব অনুভব করেছি। সিনেমা, নাটকের মতো নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলে আচানক লম্ফ-ঝম্পে তুলকালাম লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে, হৈ হৈ রৈ রৈ, হারে রে রে রবে "ভাঙ্গ গাড়ি" যোশ-উত্থিত রাজাধিরাজ ভাব নিয়ে, বমির বন্যায় গালির পাল তুলে তাণ্ডব নৃত্য কিংবা অন্ততপক্ষে রূপকথার রূপবানের মতন কোমর দুলাইয়া খ্যামটা নাচন নাচতে অথবা কাম-রিপুর প্রচণ্ড কামড়ে কামাতুর হয়ে নিজেকে শূন্যে উড়ে বেড়ানো স্বর্গীয় অপ্সরাদের মাঝে "আজিজ মোহাম্মদ ভাই" ভাবতে পারিনি। কারণ, প্রতিবারই হয়ত দেহ-মনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর আগেই নিজের ওজন বুঝে সংযত থাকতে পেরেছিলাম। যাহোক, অন্যের কাছ থেকে শুনে ও পাণ্ডুলিপি পড়ে মাতলামির কারণটা যতদূর বোধগম্য হয় তাহলো: আলোচ্য পাগলা পানি বা মালের মধ্যে যে ইথাইল এলকোহল (ethyl alcohol/ethanol: CH_3CH_2OH) থাকে তা আমাদের দেহের পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র দ্বারা শোষিত হয়ে পৌঁছে যায় যকৃতে। সেখান থেকে রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, পেশী, কলা সহ সারা দেহে [১২,১৩]। এই প্রক্রিয়াটা খুব দ্রুত ঘটে যায় এবং এটাই দেহে অনেক সময় উত্তেজনা বা সুখানুভূতির জন্ম দেয়। পূর্ণ-পাকস্থলী বা ভরা পেটে মাল গ্রহণে অবশ্য এলকোহল শোষণ হয় অপেক্ষাকৃত ধীরে। সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ার পর দেহের উপর এলকোহলের ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় প্রতিক্রিয়া। আমাদের দেহে যেহেতু এলকোহল সঞ্চয় করার উপায় নেই দেহ মহাদেব তাই এই মাল গুলোকে প্রক্রিয়াজাত করতে এবং কিছুটা দেহ হতে বিতাড়িত করতে উঠে পড়ে লাগে। বৃক্ক বাবু বা কিডনি আর ফুসফুস মিলে দেহের প্রায় ১০% এলকো-মামাকে মূত্র ও প্রশ্বাসের মাধ্যমে ঝেটিয়ে বিদেয় করে। (এই কারণেই মাল-খোর গাড়ী-চালক ধরতে প্রশ্বাস-বিশ্লেষক যন্ত্রের মাধ্যমে রক্তে এলকোর পরিমাপ করা হয়) । আর যকৃত গোঁসাই বাকি ৯০% কারারুদ্ধ এলকো-ডাকুর হাড়-গোড় ভেঙ্গে, বিশ্লেষণ করে তৈরি করে এসিটেট (acetate, $CH_3CO_2^-$)। আর এই পুরো প্রক্রিয়ার ফলে মানব শরীর ও মনে নানা

www.bdcomcn.com

মাল

ধরনের প্রভাব পড়ে। যেমন: ঠিকমতো কথা বলতে না পারা, অকারণে হাসা, একটা খুশি খুশি মেজাজে থাকা, ঠিকমতো হাঁটতে না পারা, বমি করা, মাথা ধরা, অপেক্ষাকৃত বেশি কামাতুর হওয়া, স্মৃতি শক্তি লোপ পাওয়া ইত্যাদি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এর মানে এই নয় যে , কেউ মাল মুখে দেওয়ার সাথে সাথেই উপরিউক্ত উপসর্গে আক্রান্ত হবে। কতখানি মালাসক্ত হয়ে কে কোন ধরনের আচরণ করবে তা নির্ভর করে, ঐ ব্যক্তির মাল-টানার অভ্যাস, বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক অবস্থা ও বিশেষ করে মালের পরিমাণের উপর। তবে কার জন্য কতটুকু মাল প্রযোজ্য তা বলা কষ্ট এবং তা পরীক্ষা নিরীক্ষা সাপেক্ষ। এজন্য দরকার হতে পারে ছোট-ক্লাসের বিজ্ঞান বইয়ের মতো অনুসন্ধান: "এসো নিজে করি- মাল পয়েন্ট এক" । এক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: "মাল খেয়ে টাল হলে নিজ দায়িত্বে পকেট এবং দেহ সাবধান"।

সামগ্রিক বিচারে মাল খাওয়ায় উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি। সীমা লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত মদপান করলে যকৃত , অগ্ন্যাশয়, মস্তিষ্ক সহ অন্যান্য প্রত্যঙ্গে নানাবিধ ব্যাধি হতে পারে । তবে ধারণা করা হয় , সীমিত পরিমাণে (১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সীদের জন্য সপ্তাহে দুই এক গ্লাস থেকে প্রতিদিন এক গ্লাস পর্যন্ত) নিয়ন্ত্রিত কিছু মদ্যপানে (যেমন: লাল মদ) হৃদপিণ্ড, মূত্রাশয়ের কাজ ভাল চলে এবং দেহে তাৎক্ষনিক শক্তি সঞ্চার হয় [১৪,১৫]। যে কারণে শীত প্রধান অঞ্চলে উচ্চ মাত্রার মদ পান একটি নৈমিত্তিক অভ্যাস যা সবার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে । তাই এ ব্যাপারে একজন যোগ্য চিকিৎসকই পারে আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিতে।

তবে এত কিছুর পরেও কেন জানি প্রাচীন চীনা কবিগুরু লি পাই （李白/ lǐ bái ৭০১-৭৬২）এর ছিয়াং চিন চিও (将进酒 qiang jìn jiǔ=এসো মাতাল হই)কবিতাটির কথা মনে পড়ে গেল। মদ- কাতর কবির কাছে মাতাল হয়ে ধুম মেরে থাকাই যেন জন্ম- জন্মান্তরের তপস্যা। তিনি কিছুতেই মাতলামির ঘোর থেকে পঙ্কিল বাস্তব জীবনের রূঢ়তায় জেগে উঠতে চাইতেন না। কবিতা লেখা আর মাল টানাই ছিল তার ধ্যান জ্ঞান। ভাবখানা অনেকটা এরকম:

"কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর?

মালেরই মাঝে স্বর্গ নরক, মালেতেই সুরাসুর।"

শুনুন তার "ছিয়াং চিন চিও" কবিতার দুটি লাইন [১৬] -

人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。

(rén shēng dé yì xū jìn huān, mò shǐ jīn zūn kòng duì yuè

রেন সং দো ঈ শুই চিন হুয়ান, মো স্রি চিন চোন খুং তোয়ে ইউয়ে।)

www.bdcomcn.com

মাল

(人生/ rén shēng/রেন সং==মানব জীবন; 得意/ dé yì/ দো ঈ==বড় গর্বের; 须尽欢/ xū jìn huān/ শুই চিন হুয়ান==যত পার মজা কর; 莫使/ mò shǐ/ মো স্রি==রেখো না; 金樽/ jīn zūn/চিন চোন==স্বর্ণ খচিত মদের পেয়ালা/ সাধের মদ পাত্র; 空对月/kòng duì yuè/খুং তোয়ে ইউয়ে==চাঁদ মুখো খালি করে/ উপরের দিক মুখ করা অবস্থায় মদ পাত্র খালি থাকতে দিও না। শুধুমাত্র নিচের দিকে মুখ করার সময় , মানে মাল মুখে ঢালার সময়ই মদ পাত্র খালি রাখতে পারবে।)

অর্থাৎ কবির কথাগুলোকে সোজা বাংলায় একটু গুছিয়ে লিখলে যা হয় তা হল:

" মানব জীবন মধুর জীবন, মজা লোট যখন তখন।

মদ পাত্র পূর্ণ রেখ, খালি হবে গিলবে যখন। "

সবাইকে সুস্বাস্থ্য কামনায় এই পর্বের ইতি টানছি।

(চললেও চলতে পারে...)

লেখকের ই-মেইল: kishore1634@yahoo.com

www.bdcomcn.com

মাল

তথ্যসূত্র:

[১] সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান; আহমদ শরীফ; পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

[২] সংসদ বাংলা অভিধান; শৈলেন্দ্র বিশ্বাস; পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ; সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০০

[৩] http://matadornetwork.com/nights/how-to-say-cheers-in-50-languages/

[৪] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_with_alcohol_prohibition

[৫] http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition

[৬] http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_wine

[৭] http://wineintro.com/basics/health/chemistry.html

[৮] http://zhidao.baidu.com/question/3839501.html

[৯] http://www.thevirtualbar.com/Entertain/BrandNames.html

[১০] http://www.alcoholbars.com/alcohol-brands

[১১] http://www.2020site.org/fun-facts/Fun-Facts-About-France.html

[১২] http://www.drinkingandyou.com/site/uk/health/male%20body.htm

[১৩] http://science.howstuffworks.com/environmental/life/human-biology/alcoholism3.htm

[১৪] http://www.alcoholdrinkers.com/articles/134/1/Health-benefits-and-disadvantages-of-alcohol.html

[১৫] http://www.livestrong.com/article/517854-the-advantages-disadvantages-of-drinking-alcoholic-beverages/

[১৬] http://baike.baidu.com/view/31478.htm

www.bdcomcn.com

古今北京，今非昔比

A.S.M. ASHRAFUL HUQ

Dhaka

十一届三中全会召开后，中国共产党带领全国各族人民走上了一条有中国特色的社会主义建设之路，有力地激发和释放了各个层次、各个行业的创业热情。在这样的大环境中，北京的经济发展和人民生活重新起步，驶入了快车道。

午夜，酒吧闪烁着霓虹灯，狂欢者边饮边歌,现场一片欢声笑语，间或夹杂着高跟鞋的踢踏声.....这是美国纽约吗？不是。是英国伦敦吗？不是。是法国巴黎吗？不是。是日本东京吗？也不是。这里，是中国首都北京，一座古老而又年轻的城市。

古老的北京城是一座对称的城市。它以故宫为中心，从永定门、前门、 天安门、午门、神武门、景山到地安门、钟楼、鼓楼和安定门，组成了一 条中轴线。东四、西四等南北平行的大街，同一条条东西向的胡同纵横交错，分列在中轴线的两旁。因为对称，北京的道路也就很好辨认。许多象征封建时代帝王权力的重要建筑，也都整齐对称地分布在中轴线的周围。在世界上所有的城市中，北京是一个独一无二的对称的城市。

街道及其周边的绿化构成了城市色彩的基调，舒适、温和的灰色和绿色是整个城市的环境背景色。城内大面积的绿化为城市色彩增添了亮丽的一笔。随处可见的绿色
掩映全城，与建筑形成对比，起到了背景色的作用，同时树木的绿色是一种看起来很舒服的颜色，为人们的生活提供了一个较为舒适的色彩背景。对于很少使用色彩
的民间建筑，通过绿化点缀一些色彩是一个好方法，红花、绿树使沉闷的建筑活泼起来。大片的灰色民居、道路及其绿化、水面形成了低明度的背景色，中间散布着一些色彩鲜艳的宫殿、坛庙等皇家建筑。这种色彩搭配关系符合面积对比的规律，重点突出，和谐统一。

首都北京作为中国政治经济中心，发生着日新月异的巨大变化，最近 15 年，尤其是北京 2008 年奥运准备周期，北京更是令人耳晕目眩的速度加快发展。

十一届三中全会召开后，中国共产党带领全国各族人民走上了一条有中国特色的社会主义建设之路，有力地激发和释放了各个层次、各个行业的创业热情。在这样的大环境中，北京的经济发展和人民生活重新起步，驶入了快车道。

上世纪 80 年代的北京像个庞大的建筑工地，处处可见不戴安全帽的工人，到处是灰尘。有的工程甚至永久停工，似乎没有一座楼盖成。跟其他外国记者喝咖啡时，我们会猜中国首都要多久才能变为一座现代化城市。50 年？100 年？没人想到 2008 年的北京会如此流光溢彩。

古今北京，今非昔比

现在，北京的3号新航站楼，可称世界最大。而这里，过去曾是一个不起眼的第三世界小机场，张贴着敦促国民建设“四个现代化”的标语。出租车离开机场，沿一条新“高速路”疾驰，整条路上只有几辆小汽车，不少锈迹斑斑的公交车和喷着浓烟的苏联式卡车，在自行车、马车和驴车汇成的车流中危险穿行。

对于北京几乎所有居民来说，生活已大大改善。
北京城市的经济发展铸就了高楼大厦、香车宝马，但也带来了空气污染、交通拥堵等难题。人们的生活水平提高了，但是公共环境却变差了。但就从眼前的既得利益来看，或许还是值得的。

改革开放的30年，是中国经济迅速蓬勃的30年！幢幢高楼拔地而起，人民生活水平不断提高，1978年到2006年间，中国经济总量迅速扩张，国内生产总值从3645亿元增长至21，0871亿元，增长近60倍！中国的经济成就不仅写在了中国历史之上，也在世界历史上刻下了辉煌的一页，过去25年全球脱贫所得成就中，近70%的成就归功于中国！

现代化的立交桥，绿海如波的绿化带，风格各异的建筑群……汽车在高速路上欢快奔跑，路旁不断变换的景色让人深深地陶醉。

按照国务院批复的北京2010年城市总体规划，北京共要建10条高速公路。1986年，北京市第一条高速公路动工，此后京石、京津塘、首都机
场高速路、京哈、京沈等高速公路相继建成。由于申办奥运会成功，北京市已调整了交通建设的规划，到2005年，北京建成的高速公路总里程将达到630公里。除了全面发展路面公交线路外，为了实现公共交通真正让利民生，从2007年1月1日起，北京市降低并统一市区公交普票票价，持卡乘车享受4折或2折优惠。由于政府对公共交通的改善，很多人已经放弃开自家的车出门，而是改乘公共交通工具。2010年，北京中心城快速路系统总里程将达280公里；中心城主干道网总里程将达540公里，城市主、次干道网密度由1.5公里/平方公里提高到
1.85公里/平方公里。路网总体承载能力将比2003年提高40%以上，基本适应届时的380万辆左右机动车总量的发展需求”。 2007年1月1日起，北京市先后改革市内、地铁、区县的公共交通票价，2块钱的地铁、4毛钱的公交车让老百姓真正开始享受起公共交通。

鳞次栉比的高楼、盘旋如龙的立交桥、充满生机活力的人群让代表们看不够。中央商务区占地面积约4平方公里，规划建筑总容量近1000万平方米。按照规
划，这一现代化商务功能区将打造成为金融、保险、信息、商业、文化和商务办公等多种服务场所。未来几年，北京高达330米的第一摩天大楼将在这里建设，投资百亿的北京世贸中心也已开始规划。

改革开放改变了人们的生活。我们每一个人都在经历和感受着改革开放带来的变化与冲击，也分享着改革开放的成果，网络无处不在地影响着我们的生活。因为网络，你可以、你敢，发表你真正的想法和意见。社会因为网络而快速变化，这种变化不能忽视！

北京城天天都在长大。过去是一版地图挂三年，如今是一年时间出三版，普通的交通旅游图甚至一个月就要修订一次。

www.bdcomcn.com

সমন্বয়কারী	তারেকুল ইসলাম
ডিজাইনার	ফয়সাল বারী
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	মেহেদী হাসান লিমন

ম্যাগাজিনের যে কোন লেখা সম্পর্কে আপনার মতামত জানান

admin@bdcomcn.com